বিক্ষোভে উত্তাল পাকিস্তানে নিহত ৬, দেখামাত্র গুলির নির্দেশ

সারে-জমিন

আবাসের সমীক্ষায় গিয়ে বিক্ষোভের মুখে প্রতিনিধিরা

রূপসী বাংলা

রাজধানী দিল্লি থেকে সরানোর কথা ওঠার নেপথ্য কারণ কী?

সম্পাদকীয়

স্কুল চত্বরে মদের বোতলের ছড়াছড়ি, ক্ষোভ অভিভাবকরা

সাধারণ

ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করেই চলেছেন রোনাল্ডো

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২৭ নভেম্বর, ২০২৪
১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
২৪ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 320 ■ Daily APONZONE ■ 27 November 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে ধৃত বাংলাদেশের হিন্দু সন্ন্যাসী, নিন্দা ভারতের

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশের হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় দাসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করার অভিযোগ আনা হয়েছে এবং রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় তাকে গ্রফতারও করা হয়।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নেতা চিন্ময় দাসের গ্রেফতারের এই ঘটনায় বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত সরকার।এবং জামিন আবেদন নামঞ্জুর করার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে ভারত।

আজ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিবৃতিটি ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতন জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার এবং জামিন আবেদন নাকচ করায় ভারত উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর একাধিক হামলার পর এ ঘটনা ঘটেছে। দেশটিতে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট এবং দেবতার অবমাননা ও মন্দিরে চুরি-ভাঙচুরের একাধিক নথিভুক্ত ঘটনা রয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, ‘আমরা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদে অংশ নেওয়া সংখ্যালঘুদের ওপর একাধিক হামলার বিষয়টিও উদ্বেগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছি।’

বিবৃতিতে বলা হয়, দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এসব হামলার পেছনে যারা জড়িত, তাদের বড় অংশকেই বাদ দিয়ে; ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করা একজন ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। শেষে হিন্দু এবং সব সংখ্যালঘুদের সমাবেশ করার ও মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করাসহ তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানায় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মুসলিমদের ভোট দানের ক্ষমতা হরণে আইন চান কর্নাটকের সাধু

আপনজন ডেস্ক: যখন একদিকে সারাদেশে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব ভোক্কালিগা মহাসমস্থান মঠের সাধক কুমার চন্দ্রশেখরণ স্বামীজি মঙ্গলবার বলেছেন, এমন আইন আনা উচিত যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোটদানের ক্ষমতা থাকবে না। তিনি বলেন আগে ওয়াকফ বোর্ড না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়াও তিনি মুসলিম দের ভোট দানের ক্ষমতা আইন করে কেড়ে নেওয়ারও দাবি করেন এই দিনের সম্মেলনে। ভারতীয় কিষাণ সংঘের প্রতিবাদ সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কৃষকরা হলেন ‘অন্নদাতা’, তাঁরাই খাদ্য উৎপাদন করেন। সুতরাং তাদের সংরক্ষণ ও লালন-পালন করতে হবে এবং কেউ যাতে তাদের জমি ও সম্পদ কেড়ে নিতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

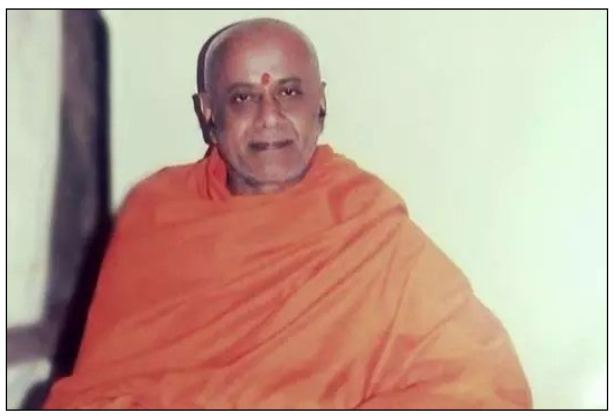

তিনি বলেন, ‘সবার চিন্তা করা উচিত এবং দেখা উচিত যে ওয়াকফ বোর্ড নিজে সেখানে নেই। যেমন রাজনীতিবিদরা ভোটের স্বার্থে কাজ করেন। এমন আইন আনা উচিত, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোটের ক্ষমতা থাকবে না। এটা অবশ্যই করা উচিত। পাকিস্তানে ওরা করেছে, বাকিদের ওখানে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা নেই। একইভাবে ভারতেও যদি আমরা নিশ্চিত করি যে তাদের (মুসলিমদের) ভোটাধিকার নেই, তাহলে তারা নিজেদের মধ্যেই থাকবে এবং সবাই শান্তিতে থাকতে পারবে। তিনি আরো দাবি করেন কর্ণাটকের কিছু অংশের কৃষক ও অন্যান্যদের একাংশের অভিযোগের পরে যে তাদের জমিগুলি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, বিভিন্ন কৃষক সংগঠন, সংগঠন এবং বিরোধী বিজেপি আই বিষয়ে প্রতিবাদ করেছে।

কৃষকদের জন্য লড়াইয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এই ইস্যুতে (ওয়াকফ) সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে, সরকারের পতন হলেও কোনও ইস্যু নেই।তিনি বলেন, ‘আমাদের বিজয়ের জন্য আমাদের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া উচিত, কৃষকদের জমি কৃষকদের সাথে থাকা উচিত। প্রাথমিকভাবে বিজয়পুরা জেলার কৃষকদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের জমি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি জায়গা থেকে এবং মঠের মতো কিছু সংগঠন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকেও একই অভিযোগ উঠে এসেছে।

এই বিতর্ক ক্রমবর্ধমান হওয়ার সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া সম্প্রতি আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কৃষকদের জারি করা সমস্ত নোটিশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং যথাযথ নোটিশ ছাড়াই জমির রেকর্ডে যে কোনও অননুমোদিত সংশোধনও বাতিল করতে হবে।

রাজ্যসভার ছ’টি শূন্য আসনে ভোট ২০ ডিসেম্বর

আপনজন ডেস্ক: চার রাজ্যে রাজ্যসভার ছ’টি শূন্য আসন পূরণের জন্য ২০ ডিসেম্বর উপনির্বাচন হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে তিনটি আসন অন্ধ্রপ্রদেশের এবং একটি করে আসন ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও হরিয়ানার। রাজ্যসভার শূন্য পদগুলির মধ্যে রয়েছে ভেঙ্কটরমন রাওয়ের খালি আসন, যিনি গত আগস্টে পদত্যাগ করেছিলেন। বীধা মাস্তান রাও আগস্টে পদত্যাগ করেছিলেন ও রায়গা কৃষ্ণাইয়া যিনি সেপ্টেম্বরে পদত্যাগ করেছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ভেঙ্কটরমন রাওয়ের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৪ সালের জুন মাসে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মস্তান রাই ও কৃষ্ণাইয়ার মেয়াদ শেষ হবে ২০২৮ সালের জুনে। সেপ্টেম্বরে পদত্যাগ করা সুজিত কুমারের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালের এপ্রিলে। কুমার ওড়িশা থেকে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভার সদস্য জওহর সরকার সেপ্টেম্বরে পদত্যাগ করেন। তার মেয়াদ ছিল ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। গত অক্টোবরে হরিয়ানার রাজ্যসভার সদস্য কৃষাণ লাল পানওয়ার পদত্যাগ করেন। তার মেয়াদ ছিল ২০২৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত।

উপনির্বাচনে জিতে সুর বদল!

সংসদে কংগ্রেসকে ‘বড় ভাই’ মানবে না তৃণমূল কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে যে বিরোধী শিবিরে কংগ্রেস দলকে ‘বড় ভাই’ হিসাবে মানতে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না এবং সংসদের জন্য নিজস্ব কৌশল তৈরি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেস উপনির্বাচনে জয়লাভ করার পরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় দলের জাতীয় কর্মসমিতির একটি বৈঠক ডেকেছিলেন যা সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ডাকা বিরোধী দলগুলির কৌশলগত বৈঠকের সাথে মিলে যায়।

বৈঠকে মমতার নেওয়া কিছু কৌশলগত আহ্বান থেকে বোঝা যায়, কংগ্রেসের স্বস্তির জন্য তৃণমূল কংগ্রেস হয়তো অনেক দূরে সরে গেছে। বৈঠকে মমতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তৃণমূলের সাংসদরা কংগ্রেসের নির্ধারিত এজেন্ডায় শরিক না হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি সংসদে উত্থাপন করবেন। তৃণমূল সাংসদদের উত্থাপিত বিষয়গুলির রূপরেখা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তার মধ্যে রয়েছে মূল্যবৃদ্ধি, বাংলার প্রতি কেন্দ্রের উদাসীনতা, বেকারত্ব এবং উত্তর-পূর্ব ও মণিপুর হিংসা সহ একাধিক ইস্যু।

অন্যদিকে কংগ্রেসও জানিয়েছে, আদানি ইস্যুর পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতি ও মণিপুরের প্রসঙ্গও তুলবে তারা। লোকসভা নির্বাচনের আগে ইন্ডিয়া ব্লক গঠনের পর থেকে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে একসঙ্গে দেখা যায়নি। মমতা বিরোধী ব্লকের অংশ হওয়া সত্ত্বেও, দুই শরিক দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস বেশ কয়েকটি আসনে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছে।

সংসদে তৃণমূলের নিজস্ব অ্যাজেন্ডা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মমতার সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের কাছে আরও একটি সংকেত যে কংগ্রেস জাতীয় মঞ্চে বিরোধী দলগুলির মধ্যে উচ্চ চেয়ার দাবি করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না।

প্রথম নজর

অভিষেককে দলে কোণঠাসা করা হচ্ছে: হুমায়ুন কবির

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক বেশ কিছুদিন ধরেই দলের ভিতরে নানা বিতর্ক তৈরী করে চলেছেন। সোমবার তৃণমূলের কর্ম সমিতির মিটিং নিয়ে তিনি এবার বোমা ফাটালেন। হুমায়ুন বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি কোনও যোগ্যতা নেই? কেন কেউ অভিষেককে কোণঠাসা করবে? কোণঠাসা করার চেষ্টা করবে, আর সেটা কি আমরা মেনে নেব?" তিনি আরও বলেন, "বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর চারপাশে যাঁরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে চাইছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ আগামী দিনে অন্ধকার হবে।" বেশ বোঝা যায় তার আক্রমনের কেন্দ্রে আছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরাদ হাকিমের মতো প্রবীণ নেতারা।
হুমায়ুনের মূল লক্ষ, সোমবারের তৃণমূলের সভা আলো করা প্রবীণ ব্রিগেড। গতকালের বৈঠক ঘিরে তৃণমূল অন্দরে একটা রদবদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নামের তালিকাও দিয়েছিলেন।

৬৫ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের এমডিআই মোড় জাতীয় সড়ক এলাকা থেকে জালনোট উদ্ধার। মঙ্গলবার বিকেলে ৬৫ হাজার টাকার জালনোট সহ এক নাবালক ও এক যুবককে গ্রেপ্তার করে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম নুর মোহাম্মদ সেখ(২৭) এবং আতাউর রেজা (১৭)। তাদের বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায়। রঘুনাথগঞ্জের এমডিআই মোড় জাতীয় সড়কের উপর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। জালনোট কারবারের সঙ্গে কে বা কারা জড়িত রয়েছে তাঁর তদন্ত করে দেখছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। জালনোট গুলো কোথায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে জমায়েত হয়েছিল ধৃত দুই যুবক তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। বুধবারই ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করবে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

আবাসের সমীক্ষায় গিয়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ল সমীক্ষক দল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আবাস যোজনার সমীক্ষা করতে গিয়ে এলাকাবাসীর প্রবল বিক্ষোভের মুখে সমীক্ষক দল, বিক্ষোভের মুখে সমীক্ষা না করেই ফিরল সমীক্ষক দল।
সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের বারংবার বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ স্থানীয়দের ।
আবাস যোজনার সমীক্ষা করতে গিয়ে ফের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল সমীক্ষক দলকে। আজ সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার গোগড়া ক্ষেত্রপাল পাড়ায়।
বিক্ষোভকারীদের দাবী যতবারই সমীক্ষা হচ্ছে ততবারই আসল প্রাপকদের বঞ্চিত করে বারংবার বাড়ি পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে।
সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আবাস সমীক্ষার কাজ শুরু হলেও বাঁকুড়ার তালডাংরা বিধানসভায় উপ নির্বাচন থাকায় আবাস সমীক্ষার কাজ থমকে ছিল বাঁকুড়া জেলায়। উপ নির্বাচন শেষ হতেই বাঁকুড়া জেলাজুড়ে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে আবাসের সমীক্ষার কাজ। দ্রুত সমীক্ষার কাজ শেষ করতে জেলা জুড়ে নামানো হয়েছে মোট ৮০০ টি দলকে। আর সেই সমীক্ষার কাজ শুরু হতেই বড়সড় ধাক্কা খেল আবাস সমীক্ষা। আজ বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের চার জন আধিকারিকের একটি সমীক্ষক দল গোগড়া ক্ষেত্রপাল পাড়ায় আবাসের সমীক্ষা করতে গেলে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।
বিক্ষোভকারীদের দাবী বারংবার সমীক্ষা হলেও আসল যাদের বাড়ি পাওয়া প্রয়োজন তাঁদের বাড়ি না দিয়ে বারংবার বাড়ি পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে গুটিকয় পরিবারকে।
স্বচ্ছভাবে সমীক্ষা না হলে তাঁরা এলাকায় আবাসের সমীক্ষা করতে দেবেন না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। এদিন বিক্ষোভের মুখে পড়ে ওই সমীক্ষক দল সমীক্ষা না করেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়।
সমীক্ষক দলের দাবী বাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো ভূমিকা নেই। তাঁদের আবাসের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেই তালিকা ধরেই তাঁরা সমীক্ষা করছেন। কোতুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানও বাড়ি দেওয়ার বিষয়টি তাঁর এক্তিয়ারভূক্ত নয় বলেই দায় এড়িয়েছেন।

সংযুক্ত কিষান মোর্চার বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের পক্ষ থেকে ২৬ শে নভেম্বর দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ও গণ ডেপুটেশন কর্মসূচি পালনের ডাক দেয়। সেই প্রেক্ষিতে এদিন মঙ্গলবার দেশের অন্যান্য প্রান্তের ন্যায় বীরভূম জেলায় ও বামফ্রন্ট ও জাতীয় কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও গণ ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়।
সিউড়িতে বীরভূম জেলাশাসক ও রামপুরহাট মহকুমা শাসকের কাছে গণ ডেপুটেশন প্রদান করা হয় বিক্ষোভ মিছিল সহকারে। দাবি সমূহের মধ্যে আওয়াজ তোলে যে ভারতবর্ষের শ্রমজীবীদের ন্যূনতম বেতন ছাব্বিশ হাজার টাকা সরকারকে ঘোষণা করতে হবে। ষাট বছরের পরে কৃষক শ্রমজীবিদের দশহাজার টাকা ভাতা ঘোষণা।আবাস যোজনায় সব গৃহহীনদের বাড়ি চাই। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমাও। তিলোত্তমার বিচার চাই।সব হাতে কাজ চাই, ফসলের ন্যায্য দাম চাই সহ একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে একান্ত সাক্ষাৎকারে দাবি সমূহের কথা শোনালেন সিআইটিইউ বীরভূম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য বলরাম চ্যাটার্জি। অন্যদিকে রামপুরহাট বিক্ষোভ মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে দেশব্যাপী সংযুক্ত কিষান মোর্চা ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ডাকা আজকের কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন সিপিআইএম বীরভূম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সঞ্জীব বর্মন।

মালয়েশিয়ায় সেহারাবাজারের হাজী কুতুব উদ্দিন পাচ্ছেন শান্তি পুরস্কার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মালয়েশিয়ায় সেহারাবাজারের হাজী কুতুব উদ্দিন পাচ্ছেন শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন। খণ্ডঘোষের প্রত্যন্ত পুরিহা গ্রামে জন্মগ্রহণ করা হাজী কুতুব উদ্দিন ওরফে মোল্লা গোলাম আসফিয়া জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জনকল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবায় উৎসর্গ করেছেন। তার এই অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মালয়েশিয়ার ইনভাইরনমেন্টাল কনজারভেশন অফ মালয়েশিয়া তাকে ২০২৪ সালের "ওয়ার্ক অ্যান্ড পিস অ্যাম্বাসেডর অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করছে।
হাজী কুতুব উদ্দিন ১লা ডিসেম্বর মালয়েশিয়ায় এই সম্মান গ্রহণ করবেন। তিনি এই স্বীকৃতির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা

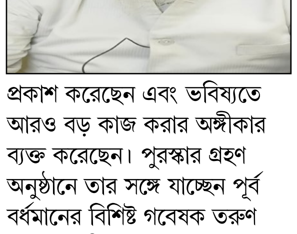

প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও বড় কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে যাচ্ছেন পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট গবেষক তরুণ পাল ও দক্ষিণ দামোদর প্রেসক্লাবের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম। তারা বলেন, "দেশের রত্ন হিসেবে হাজী কুতুব উদ্দিন বিদেশে সম্মানিত হওয়া আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।"
পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রফেসর ডঃ ডাতো এর টিএস ডঃ সন্থারাসেকরান সুব্রামনিয়াম, যিনি International Peace Human Rights Education Council (IPHREC), Malaysia-এর ডিরেক্টর অফ এডুকেশন।
উল্লেখ্য, নাইজেরিয়া ও জাম্বিয়ার অ্যামিটি কলেজ ইউনিভার্সিটি ইতিমধ্যে তাকে শিক্ষা ও সমাজসেবায় অবদানের জন্য সম্মানসূচক পিএইচডি ডিগ্রির জন্য মনোনীত করেছে। একই সঙ্গে গ্রীনলিং পিস অর্গানাইজেশন তাকে পিস অ্যাম্বাসেডর অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবে। এই পুরস্কারগুলি মালয়েশিয়ার "International Conference on Digitalization Education for Sustainable Environmental Management"-এ প্রদান করা হবে।

আবাস যোজনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডেপুটেশন বামেদের

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: কাঁচা বাড়িতে থেকেও নাম নেই আবাস তালিকায়। আবাস যোজনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম নথিভুক্ত করতে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন বামেদের। সোমবার বিকেলে ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির হরিশ্চন্দ্রপুর মধ্য ও উত্তর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক প্রশাসনের নিকট দশ দফা দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ব্লকের ৭ টি অঞ্চলের প্রায় দুই হাজার পুরুষ-মহিলা এই ডেপুটেশনে সামিল হন। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম এর রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস, জেলার সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আরজাউল হক, হরিশ্চন্দ্রপুর উত্তর এরিয়া কমিটির সম্পাদক প্রনব দাস ও জেলা কমিটির সদস্য মহম্মদ আসলাম ও মহম্মদ হারেজ সহ অন্যরা। রাজ্যের প্রতিটি ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছবিটা যেন আবাস যোজনা দুর্নীতির ক্ষেত্রে এক। বেশিরভাগ জায়গায় আবাস যোজনায় যোগ্য ব্যক্তিরা বাড়ি না পেয়ে পেয়েছে অযোগ্যরা। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের ক্ষেত্রেও

তাই। ২০১৭ সালে আবাস যোজনার সার্ভে হয়। ২০১৮ সালে তালিকা তৈরি হয়। ২০২২ সালে সার্ভের পর যোগ্য উপভোক্তাদের বেশির ভাগ নাম বাদ পড়ে যায়। অভিযোগ,প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পিছনে দুর্নীতি রয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর উত্তর এরিয়া কমিটির সম্পাদক প্রনব দাস বলেন, এই সার্ভের তালিকায় যোগ্য উপভোক্তাদের নাম বাদ পড়ে গিয়েছে। যাদের পাকা বাড়ি ও গাড়ি রয়েছে তাদের নাম তালিকায় রয়েছে। ২০১৭ সালে অনেকেরই কাচা বাড়ি ছিল। সে সময় সার্ভের তালিকায় তাদের নাম ছিল। পড়ে ঋণ করে তারা পাকা বাড়ি করেছে। সেই উপভোক্তাদের নাম তালিকায় নেই। তাই যোগ্য উপভোক্তাদের নাম তালিকাভুক্ত করার দাবিতে এই ডেপুটেশন। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল বলেন, ২০১৮ সালের তালিকায় ব্লকে মোট ১৮০০০ হাজার উপ ভোক্তার নাম ছিল।
২০২২ সালে সার্ভের পর ৯,২২২টি নাম টিকে ছিল। পরে আরো ১৩০ টি নাম তালিকাভুক্ত হয়। রাজ্য সরকারের নির্দেশে আবার সার্ভে হয়েছে।
সুপার চেকিং হয়েছে। যোগ্য উপভোক্তারাই যাতে ঘর পাই সেই দিকটি গুরুত্বসহকারে দেখা হয়েছে। আজ ২৭ নভেম্বর সেই তালিকা প্রকাশ করা হবে।

বিএলআরও দফতরে অসাধু চক্র রোধে পদক্ষেপ নয়া কর্মাধ্যক্ষ রনি'র

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: সম্প্রতি রাজ্যের বিএলআরও দপ্তরগুলিতে অসাধু চক্র ভাঙতে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সরকারি জমি জবরদখল, পুকুর-জলাশয় ভরাট, বেআইনিভাবে জমির চরিত্র বদল, মিউটেশনে দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগ নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে সরব হয়েছিলেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর অসন্তোষ প্রকাশের পরেই জেলাস্তরে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ৪৫৬ জন আধিকারিককে একসঙ্গে বদলির নির্দেশ জারি করে নবান্ন ।
এ বিষয়ে এবার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি বিভাগের নয়া কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ রনি। প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ অনাস্থা ভোটে পরাজিত হওয়ার ফলে ওই পদে নির্বাচিত হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক এটিএম আব্দুল্লাহ রনি। নয়া কর্মাধ্যক্ষের প্রথম পদক্ষেপ কি হবে তা জানতে চাওয়া হলে তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা জানান। পাশাপাশি বিএলআরও অফিস

নিয়ে সাধারণ মানুষের যে যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে সে কথা স্বীকার করে এটিএম আব্দুল্লাহ রনি বলেন, 'সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা আমাদের কানে আসে, সেই সমস্ত অভাব অভিযোগ সমস্যা গুলো আমি সমাধানের চেষ্টা করব। দপ্তর গুলিতে আকস্মিক পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। অন্যদিকে বেদখল হওয়ার সরকারি সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের করা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে তৎপরতা গ্রহণ করব। বনসৃজনে মানুষকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সুন্দরবন এলাকার নদীবাঁধের ভূমিক্ষয় রোধে ম্যানগ্রোভ রোপণের ব্যবস্থা করা হবে' বলে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেন।
উল্লেখ্য জেলার বিভিন্ন ব্লকে বিএলআরও অফিসগুলিতে টাকার বিনিময়ে নানা ধরনের কাজ হয় বলে অভিযোগ । টাকা দিলেই জমির চরিত্র বদল, নাম পরিবর্তন, ভুয়ো কাগজ দাখিল করে মালিকানা বদলের মতো অপরাধেরও অভিযোগ রয়েছে । ওই সব অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে ঘুঘুর বাসা ভাঙার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন নবনির্বাচিত উত্তর ২৪ পরগনা জেলা বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ রনি।

আলিয়ার তৃতীয় বর্ষের ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হস্টেল থেকে

আপনজন ডেস্ক: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আবদুল রহমানকে তার হস্টেলের ঘর থেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ।মালদহের বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা ওই ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের ১৮ তলায় নিজের ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার সহপাঠীরা, যারা কোনও প্রতিক্রিয়া ছাড়াই তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছিল যোগাযোগ করতে না পেরে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং তার ঘরে প্রবেশ করে। তারপর তাকে ডাকলে তার সাড়া মেলেনি। টেকনো সিটি পুলিশকে তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়। তারপর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় টেকনো সিটি থানার পুলিশ।ল। আবদুলের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রেকজুওয়ানি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ষড়যন্ত্রের কোনও দৃশ্যমান চিহ্ন পাওয়া যায়নি, তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ধারণের জন্য তদন্ত চলছে।
পুলিশ আরও নিশ্চিত করেছে যে ঘটনার সময় আবদুল তার ঘরে একাই ছিলেন।
পুলিশ সূত্রের খবর, বান্ধবীর সঙ্গে

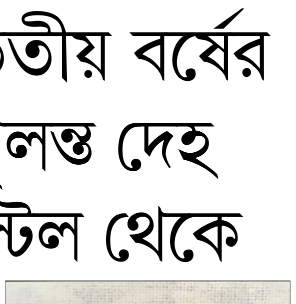

মতবিরোধ সহ কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল আবদুলের। তবে যুক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট বিবরণ সরবরাহ করা হয়নি। পুলিশ আব্দুলের সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব এবং তার মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে তার সাথে যোগাযোগ করেছে এমন কারও কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা চলছে। আলিয়া কর্তৃপক্ষও নিশ্চিত করেছে যে আবদুলের পরিবারকে অবহিত করা হয়েছে, তবে এখন পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।
পুলিশ ঘটনাটিকে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসাবে বিবেচনা করছে এবং মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করার জন্য ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে। তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ মামলার সব দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে।

পুকুর দখলকে ঘিরে উত্তেজনা গাজোলে

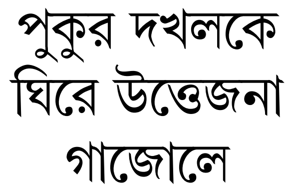

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পুকুর দখল কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা গাজোল এলাকায়। মালদার গাজোলে পুকুর দখলকে কেন্দ্র করে আকালপুর এলাকায় উত্তেজনা। আগুন জ্বলল বাড়ি গাড়িতে। আহত দুই পক্ষের সাত। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। নিয়ে আসা হল দমকলের একটি ইঞ্জিন। এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, গাজোল ২ নং অঞ্চলের শ্যামপুর গ্রামে রয়েছে দুটি পুকুর , এই পুকুর নিয়ে চলছে বিগত পাঁচ বছর ধরে কোর্টে মামলা রয়েছে নিষেধাজ্ঞার জারি রয়েছে। গত দিন সোমবার বিবাদ হয়। এদিন মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ বাড়ির লোকজনরা ওই আকালপুর এলাকায় পরেশ সরকার ও বিশ্বনাথ সরকারের বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে তারা ও অপর পক্ষের তাদেরকে চড়াও করে দাও কাছে নিয়ে। এরপর শ্যামপুর গ্রামের ওই সুরজিৎ পরামানিক ও মনোজ পরামানিক তাদের পরিবারের লোকজন এসে আগুন লাগিয়ে ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ, দোকান বাড়িঘর ভাঙচুর করে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে।

সংবিধান দিবস পালন আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: দেশের সংবিধান দিবস পালিত হলো বোলপুরের বেঙ্গল ল কলেজে। মঙ্গলবার বীরভূম ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি ও বেঙ্গল ল কলেজ, ইলামবাজার থানার উদ্যোগে দেশের ৭৫ তম সংবিধান দিবস উদযাপিত হয়। ভারতের সংবিধান কি, কেন, সংবিধানে মানুষের ন্যায় সঙ্গত অধিকার নিয়ে কি বলা আছে এবং সংবিধান সম্পর্কে সম্যক ধারনা সবার থাকা দরকার এসব বিষয়ে আলোচনে করেন ডিষ্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সচিব বিচারক নিরুপমা দাস ভৌমিক, বেঙ্গল ল কলেজের অধ্যক্ষা অনিন্দিতা সরকার দত্ত, আইনী সহায়ক মহিউদ্দীন আহমেদ, ইলামবাজার থানার অফিসার সোমনাথ দত্ত সহ অনান্যরা। বেঙ্গল ল কলেজে সংবিধান দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ করেন আইন বিভাগে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কংগ্রেসের সংবিধান দিবস সুতাহাটায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সুতাহাটা

আপনজন: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে দেশব্যাপী সংবিধান দিবস উদযাপন উপলক্ষে হলদিয়া টাউন কংগ্রেস ও সুতাহাটা ব্লক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে কর্মসূচির সূচনা হয় সুতাহাটায়,ডঃ বি আর আম্বেদকর এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এর মধ্য দিয়ে,মাল্যদান করেন জেলা নেতৃত্ব প্রণব দাস, তিনি বলেন সংবিধানের মৌলিক অধিকার গুলি বর্তমান সরকার খর্ব করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিলের মাধ্যমে যে উদ্যোগ গ্রহণ করছে তার প্রতিবাদ জানাই,অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০জন কর্ম সমর্থক অংশগ্রহণ করে উপস্থিত ছিলেন- তরুণ চ্যাটার্জী,অভিমুন্য মন্ডল,সূর্যসুকুল,ওহিদুল ইসলাম, গৌতম নায়েক,মহিলা নেত্রী কাজল দাস মধুসূদন গুছাইত, অমিত পন্ডা সহ অনেকেই।

ফের পথে নামলেন টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ফের পথে নামলেন টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। সংবিধান দিবসের দিনে শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল শেষে রাণী রাসমণি রোডে বিক্ষোভ করলেন ২০২২ টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। ২০২২ প্রাথমিক টেট পাস ডি এল এড ঐক্যমঞ্চর পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি করা হয়।সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করে মিছিলের শুরু হয়। মিছিলের ভিড় ছিলো চোখে পরার মত। অনেক বিশেষ ভাবে সক্ষম প্রার্থী মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।সমস্ত জেলা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড সহ নানা অভিনব পন্থা নেন চাকরিপ্রার্থীরা।বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলার ছৌ নাচের মাধ্যমে বঞ্চনার কথা তুলে ধরা হয়।ধর্মতলা পৌঁছে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়।চাকরিপ্রার্থীরা বিধানসভায় যেতে চাইলে তাঁদের অনুমতি দেওয়া হয়নি।তাই অবস্থান বিক্ষোভ শেষে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দাবিপত্র পুলিশ প্রশাসনের কাছে জমা করা হয়।
প্রসঙ্গত রাজ্যে ২০১৭সালের টেট বিজ্ঞপ্তির পরে দীর্ঘ পাঁচ বছর নতুন কোনও টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি। অবশেষে ২০২২ সালের ২৯/০৯/২০২২ তারিখে টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ১১ই ডিসেম্বর টেট পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিলো, যার ফল প্রকাশ হয় ২০২৩সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী।

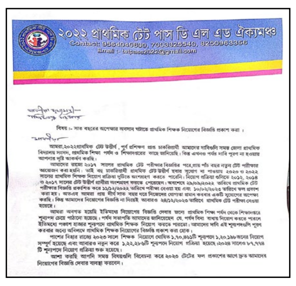
২০২২ প্রাথমিক টেট পাস ডি এল এড ঐক্যমঞ্চ

কিন্তু এখনও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি।
এই বিষয়ে চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতি বলেন, চলতি বছরের ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল মহাশয়ের সাথে তাঁদের বৈঠকে জানানো হয় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেবার জন্যে ইতিমধ্যে শিক্ষাদপ্তরের কমিশনারের কাছে শূন্যপদ চেয়ে পাঠানো হয়েছে। তারপরে শিক্ষাদপ্তরে যথাক্রমে প্রাথমিক শাখার অতিরিক্ত সচিব চন্দ্রনাথ রয় চৌধুরী, যুগ্ম অধিকর্তা মহাদেব সোরেন, লিগ্যাল সেলের ডেপুটি কমিশনার বিশ্বজিৎ বিশ্বাস মহাশয়ের সাথে তিনবার বৈঠক করা হলেও মিলেছে শুধু প্রতিশ্রুতি। চলতি মাসে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সাথে আবারও বৈঠক করা হলে জানা যায় এখনও পর্যন্ত শূন্যপদ অনুমোদন করে পর্ষদে পাঠানো হয়নি। চাকরিপ্রার্থী বিদেশ গাজি বলেন, প্রায় দীর্ঘ সাত বছর নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের অপেক্ষায় রয়েছেন বহু চাকরিপ্রার্থী, শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

ট্যালেন্ট সার্চে নজর কাড়ল নূরে আলম মিশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: অল বেঙ্গল প্রাইভেট স্কুল অর্গানাইজেশন আয়োজিত ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় বেড়াচাঁপার নূরে আলম চাইল্ড মিশন ও মিশন স্কুলের (ডে-বোর্ডিং) ২৭জন ছাত্র -ছাত্রী চূড়ান্ত মেধা তালিকায় স্থান পায়।
এদিন টাকী সংস্কৃতি মঞ্চে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। মিশনের ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী ৯ জন ছাত্র -ছাত্রীকে প্লাটিনাম স্টার এওয়ার্ড, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ৯ জন ছাত্র -ছাত্রীকে গোল্ড স্টার, তৃতীয় স্থান অধিকারী ৯ জন ছাত্র -ছাত্রীকে সিলভার এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। মিশনের প্রিন্সিপাল রেহেনা পারভীন বলেন, আন্তর্জাতিক, রাজ্য, জাতীয় ক্ষেত্রে বাংলা ও বিভিন্ন ট্যালেন্ট পরীক্ষায় আমাদের মিশনের শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করে। পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে সার্বিক জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের আমরা গাইড করি ও কোচিং ক্লাস নেওয়ার জন্য আমাদের এই সাফল্য। আগামী দিনে বিভিন্ন প্রতিযোগীতা মূলক পরিক্ষায় আরও ভালো ফল করবে আশা করি।

প্রথম নজর

১১২ বছর বয়সে মারা গেলেন বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ ব্রিটন জন টিনিসউড মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ১১২ বছর। সোমবার (২৫ নভেম্বর) একটি পরিচর্যা কেন্দ্রে তার মৃত্যু হয় বলে পরিবারের বরাতে জানিয়েছে গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকডর্স কর্তৃপক্ষ। টিনিসউড ১৯১২ সালের ২৬ আগস্ট ইংল্যান্ডের লিভারপুলে জন্মেছিলেন। ভেনেজুয়েলার ১১৪ বছর বয়সী জুয়ান ভিসেন্তে পেরেজের মৃত্যুর পর গত এপ্রিলে টিনিসউড বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক জীবিত পুরুষের খেতাব পান। টিনিসউডের পরিবার এক বিবৃতিতে বলেছে, 'তার শেষ দিনগুলো ছিল গান ও ভালোবাসায় পরিবেষ্টিত। গত কয়েক বছরে যারা তার সেবা করেছেন তাদের সবাইকে তিনি ধন্যবাদও জানিয়েছেন। যে বছর বিশ্ববিখ্যাত টাইটানিক জাহাজ ডুবে গিয়েছিল সে বছর টিনিসউড জন্ম নেন। জীবদ্দশায় তিনি দুটি বিশ্বযুদ্ধ, নানা সংঘাত ও সর্বশেষ করোনার মতো মহামারি দেখেছেন। টিনিসউড সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষের খেতাব পাওয়ার পর গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসকে বলেছিলেন, তার এত দীর্ঘ আয়ু পাওয়ার গোপন রহস্যটি 'নিছকই ভাগ্য'। তিনি বলেন, 'হয় আপনি বেশিদিন বাঁচবেন, অথবা কমদিন বাঁচবেন। এটি নিয়ে আপনি বেশি কিছু করতে পারবেন না।' তবে স্বাস্থ্যবান হতে হলে ধৈর্য্যশালী হতে হবে বলে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। প্রবীন এই ব্যক্তি বলেছিলেন, 'যদি আপনি বেশি পান করেন, বেশি খান অথবা বেশি হাঁটেন। যদি আপনি একটি বিষয় খুব বেশি করেন। একটা সময় গিয়ে আপনি ভুগবেন।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রয়্যাল আর্মির পে কর্পসে প্রশাসনিক কাজ করেছিলেন টিনিসউড।

প্রেসিডেন্টকে হত্যার হুমকি: ফিলিপাইনের ভাইস প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সমন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সারা দুতার্তের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়রকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে সমন জারি করেছে দেশটির ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এনবিআই)। মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) এই সমন জারি করা হয়, যাতে তাকে আগামী ২৯ নভেম্বর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনবিআইয়ের কার্যালয়ে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। খবর রয়টার্স। সমনের কপিতে বলা হয়েছে, সারা দুতার্তেকে ভয়ঙ্কর হুমকি এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি এক আততায়ীর সঙ্গে কথোপকথন করেছেন এবং অনলাইনে প্রেস কনফারেন্সে দাবি করেছেন যে, যদি তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে প্রেসিডেন্ট মার্কোসসহ তার স্ত্রী এবং কাজিনদের নিরাপত্তা থাকবে না। সোমবার সারা দুতার্তে জানান, তিনি সমন পেলে অবশ্যই তদন্তকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। তবে সমন পাঠানোর সময় তিনি অফিসে ছিলেন না এবং সেটি এখনও পড়েননি।
প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র ফিলিপাইনের সাবেক স্বৈরশাসক ফার্দিনান্দ মার্কোসের ছেলে, যিনি ২০ বছর ক্ষমতায় ছিলেন এবং ১৯৮৬ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত হন। অন্যদিকে, সারা দুতার্তে সাবেক প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তের মেয়ে, যিনি ২০২২ সালে প্রেসিডেন্ট মার্কোসের সঙ্গে যৌথভাবে নির্বাচনে বিজয়ী হন। তবে এই দুই রাজনৈতিক পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক দিন দিন শীতল হয়ে ওঠে। এ বছর পররাষ্ট্রনীতি এবং রদ্রিগো দুতার্তের বিতর্কিত মাদকবিরোধী অভিযান নিয়ে মতবিরোধের ফলে তাদের জোট ভেঙে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সারা দুতার্তে ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ করেন এবং পার্লামেন্টে মার্কোসের সমর্থকেরা তার মাদকবিরোধী অভিযান ও শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে সরকারি তহবিল ব্যবহারের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। স্পিকার মার্টিন রোমুয়ালদেজ ভাইস প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের বাজেট প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যেই সারা দুতার্তের চিফ অব স্টাফ জুলেখা লোপেজকে আটক করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সারা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এমন বক্তব্য দিয়েছেন। সারা দুতার্তে ও প্রেসিডেন্ট মার্কোস একসময় রাজনৈতিক মিত্র হলেও এখন তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট। এই পরিস্থিতি দেশটির দুই সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরও ঘনীভূত করছে।

বিক্ষোভে উত্তাল পাকিস্তানে নিহত ৬, দেখামাত্র গুলির নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মুক্তি ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে তার দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) ডাকা ইসলামাবাদমুখী জনস্রোতে উত্তাল পাকিস্তানে ছয়জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বিক্ষোভ-মিছিলে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে দেশটির রাজধানী ইসলামাবাদ।
নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শ্রীনগর মহাসড়কে কিছু ব্যক্তি রেঞ্জার্স কর্মীদের ওপর গাড়ি উঠিয়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় চারজন রেঞ্জার্স ও দুই পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন পাঁচ প্যারাট্রুপার ও দুই পুলিশ সদস্য। সোমবার (২৫ নভেম্বর) রাতে পিটিআই'র বিক্ষোভ মিছিল ইসলামাবাদে প্রবেশ করলে শ্রীনগর হাইওয়েতে এই সহিংস ঘটনা ঘটে। বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্দাপুর।
পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআই'র প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের মুক্তি দাবিতে গত ২৪ নভেম্বর থেকে বিক্ষোভ করছেন তার সমর্থকরা। সোমবার রাতে গান্দাপুরের নেতৃত্বে খাইবার পাখতুনখোয়া, হাজারা, ডিআই খান এবং বেলুচিস্তান থেকে আসা মিছিল একত্রিত হয়ে ইসলামাবাদের হাকলা ইন্টারচেঞ্জে প্রবেশ করে। বিক্ষোভে যোগ দেন পিটিআই প্রতিষ্ঠাতার স্ত্রী বুশরা বিবি এবং দলের শীর্ষ নেতারাও। তবে বিক্ষোভ ঠেকাতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। চার রেঞ্জার্স নিহত হওয়ার পরপরই ইসলামাবাদে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।
সংবিধানের ২৪৫ ধারা অনুযায়ী, সেনাবাহিনীকে 'শুট-অ্যাট-সাইট' নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।
এদিকে, সরকার ও পিটিআইর মধ্যে আলোচনার চেষ্টা ভেস্তে গেছে। আলোচনায় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন আমির মুকাম, আয়াজ সাদিক ও মোহসিন নকভি। পিটিআইর পক্ষে ছিলেন আসাদ কায়সার, শিবলী ফারাজ ও ব্যারিস্টার গওহর। তবে আলোচনা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বলে জানানো হয়েছে।

সালমানের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার স্ট্র্যাটেজিতে বদলে যাচ্ছে সৌদি

আপনজন ডেস্ক: তেল সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশ হলেও সৌদি আরবকে আমূলে পাল্টে দিচ্ছেন দেশটির ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। তার নতুন নতুন সিদ্ধান্ত ও দূরদর্শী পরিকল্পনায় গতি আসতে শুরু করেছে দেশটির অর্থনীতিতে। বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে অভাবনীয় সব মেগা প্রকল্পে হাত দিচ্ছেন তিনি। যা আগামীতে বাস্তবে রূপ নিলে বিশ্বের প্রধান আকর্ষণের জায়গায় পরিণত হবে সৌদি। অথচ, সৌদির বর্তমান অবস্থায় আসতে শুরুতে বেশ সমালোচনা ও বিতর্কের মুখে পড়তে হয়েছে সালমানকে। ২০১৭ সালে ক্রাউন প্রিন্স হিসেবে সৌদির দায়িত্বভার নেওয়ার পর ভিশন ২০৩০ উন্মোচন করেন। তাবুকের শহর নয়েমকে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মেগাসিটি প্রকল্পের ঘোষণা দেন। শুরুতে এ নিয়ে অনেক সমালোচনা হলেও তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনেননি। নানা রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই এসব মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রেখেছেন তিনি। তবে মাঝে ২০১৮ সালে সৌদি কনস্যুলেট ইস্তাম্বুলের ভেতরে জামাল খাশোগির হত্যার ঘটনায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাকে। এ ঘটনার দায়ে ২০২২ সালে জো বাইডেন সৌদি আরবকে অর্থনৈতিকভাবে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তবে সে সময় সালমানের এক সিদ্ধান্তে বিশ্বজুড়ে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত বাইডেন তার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি।
আর এই সময়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করেন সালমান। পরবর্তীতে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে বাইডেন সৌদিকে তেলের দাম কমানোর কথা বললেও সেটি প্রত্যাখ্যান করেন সালমান। সে সময় যা অবাক করেছিল অনেক মার্কিন কূটনীতিকদের। তবে এখন দেশটিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ায় সবচেয়ে খুশী হওয়াদের মধ্যে থাকবেন সালমান। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন সালমান। যা আগামীতে আরও বাড়বে এবং বাড়তি সুবিধা পাবে সৌদি। এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে।
অথচ, সালমানের ক্ষমতায় উত্থানের শুরুতে অত্যধিক ব্যয়, সাহসী সাংস্কৃতিক সংস্কার এবং ইয়েমেনে একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবে সে সব এখন অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। মাঝে নারীদের গাড়ি চালানোর স্বাধীনতা, লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা, সৌদি আরবে বিনোদন ইভেন্ট যেমন সিনেমা ও বার তৈরি করা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাকে। তবে এসব এখন অনেকটাই কমে এসেছে। সারা বিশ্ব থেকে পর্যটক টানতে নতুন মেগাসিটি হিসেবে নয়েমের নির্মাণকাজ অব্যাহত রেখেছেন তিনি। যা চালু হলে বিশ্বের ভ্রমণপিয়াসুদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হবে সৌদি। এছাড়াও আগামী ২০৩৪ ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের কথা রয়েছে সৌদি আরবের। যা সামনে রেখেও নানা রকম উদ্যোগ নিয়েছে দেশটি। এছাড়াও ফুটবলে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, নেইমার, করিম বেনজেমাসহ নামীদামী সব ফুটবলারকে নিজেদের ক্লাবে ভিড়িয়েছে দেশটির ক্লাবগুলো। যেখানেও পেছন থেকে ভূমিকা রাখছেন দেশটির প্রধান সালমান। যা সৌদিকে ক্রীড়াঙ্গনের অন্যতম শহর হিসেবেও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে ১৬ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছে আরো সাতজন। সোমবার (২৬ নভেম্বর) দেশটির জাতীয় দুর্যোগ সংস্থা এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। উত্তর সুমাত্রা প্রদেশের চারটি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সেনা ও উদ্ধার কর্মকর্তাদের মোতায়েন করা হয়েছে। বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কারো জেলা। সেখানে শনিবার একটি রিসোর্ট এলাকায় আকস্মিক বন্যায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরো পাঁচজন নিখোঁজ রয়েছে। এছাড়া দেলি সেরডাং, দক্ষিণ তাপানুলি এবং পেডাং লাওয়াস জেলায় আরো ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যায় বাড়ি-ঘর, মসজিদ এবং বিভিন্ন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন সংস্থার (বিএনপিবি) মুখপাত্র আবদুল মুহারি জানিয়েছেন, এর আগেও দেলি সেরডাং এবং কারো জেলায় বন্যা ও ভূমিধস আঘাত হেনেছে। চলতি বছর ওই দুই জেলায় এ নিয়ে তৃতীয় বারের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হেনেছে। বর্ষাকালে যেসব এলাকায় বন্যার আশঙ্কা রয়েছে সেগুলো এড়িয়ে চলতে লোকজনকে সতর্ক করেছেন তিনি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশটিতে নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে। গত মে মাসে পশ্চিম সুমাত্রার মাউন্ট মারাপির অগ্ন্যুৎপাত থেকে ছাই, বালি এবং নুড়ির মিশ্রণ আবাসিক এলাকায় ভেসে আসার পর আকস্মিক বন্যায় কমপক্ষে ৬৭ জনের মৃত্যু হয়।

অবশেষে সামরিক জান্তার সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি মায়ানমারের বিদ্রোহীরা

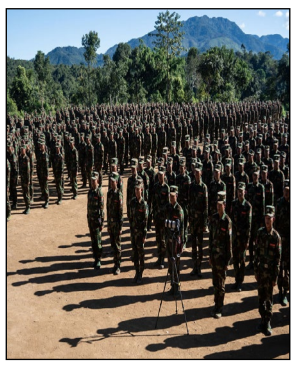

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধকবলিত মায়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে লড়াইরত বিদ্রোহী জোটের সদস্য তাআং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) শান্তি আলোচনায় অংশ নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এক বছর ধরে মায়ানমার-চীন সীমান্তে চলমান সংঘর্ষের পর সোমবার (২৫ নভেম্বর) রাতে দলটি এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জান্তার ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি চীনের দিক থেকে বাড়তে থাকা চাপের পরিপ্রেক্ষিতে টিএনএলএ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে মায়ানমারের সামরিক বাহিনীকে স্থিতিশীলতার রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করে আসা চীন এখন মধ্যস্থতার দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০২১ সালে গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকেই মায়ানমারে অস্থিরতা চলছে। সামরিক অভ্যুত্থানের পর প্রথমে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও পরে সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশটিতে একাধিক ফ্রন্টে বিদ্রোহ শুরু হয়। টিএনএলএ তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সামরিক বাহিনীর বিমান হামলা বন্ধের দাবি জানিয়েছে।
চীনের মধ্যস্থতার প্রশংসা জানিয়ে দলটির মুখপাত্র লওয়ে ইয়াই ও বলেছেন, জনগণ বিমান হামলাসহ বিভিন্ন হুমকির শিকার হচ্ছে। তাই এর সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। ২০২২ সালে শুরু হওয়া 'অপারেশন ১০২৭'-এর বিদ্রোহী জোটের অংশ টিএনএলএ। তারা সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। তাদের অভিযানে কয়েকটি শহর ও সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে জান্তা সরকার।
চীনের মধ্যস্থতায় জান্তার সঙ্গে বিদ্রোহী জোট জানুয়ারিতে একটি যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছেছিল। তবে, সেই চুক্তি জুনে অকার্যকর হয়ে পড়লে পুনরায় সংঘাত শুরু হয়। জাতীয় ঐক্য সরকার (এনইউজি) চীনের প্রতি জনগণের আকাঙ্ক্ষার দিকে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এনইউজির মুখপাত্র কিয়াও জাও বলেছেন, জনগণের আকাঙ্ক্ষা বিরোধী কোনও আলোচনা শুরু করা উচিত নয়। এটি দেশের শান্তির জন্য সহায়ক হবে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মায়ানমারে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোর মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি। বিদ্রোহীদের আলোচনার আহ্বান জান্তা ও চীনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দায়িত্ব নিয়েই ৩ দেশের ওপর বড় ট্যাক্স আরোপ করবেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসন এবং মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে যাবে। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেক্সিকো, কানাডা এবং চীনের ওপর ব্যাপক হারে নতুন আরোপ করবেন বলে জানিয়েছেন। এই শুল্ক আরোপ করা হলে, গ্যাস থেকে অটোমোবাইল পর্যন্ত সবকিছুর দাম নাটকীয়ভাবে বেড়ে যেতে পারে। এপির প্রতিবেদনে এই খবর জানানো হয়েছে।
তথ্য অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তম পণ্য আমদানিকারক এবং মেক্সিকো, চীন এবং কানাডা থেকে দেশটি পণ্য আমদানি করে থাকে। গতকাল সোমবার (২৫ নভেম্বর) নিজের সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ ট্যাক্স আরোপের এ ঘোষণা দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
তার ঘোষণা অনুযায়ী, অবৈধ অভিবাসী ও মাদকের আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তার এই পদক্ষেপগুলো বলবৎ থাকবে। ট্রুথ সোশ্যাল-এ ট্রাম্প জানিয়েছেন, মেক্সিকো ও কানাডা–দুই দেশেরই অবৈধ অভিবাসী সংক্রান্ত এই দীর্ঘদিনের সমস্যা সহজেই সমাধান করার পূর্ণ অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে।
আমরা তাদের কাছে এই ক্ষমতা ব্যবহারের দাবি করছি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তা করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বড় মূল্য দিতে হবে। তিনি এক্সে জানান, এদের মধ্যে মেক্সিকো ও কানাডা থেকে আমদানি করা সব পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ এবং চীনা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ ট্যাক্স (শুল্ক) আরোপ করা হবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।
যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ সীমান্ত পারাপার ও মাদক চোরাচালানের জবাবে এই ট্যাক্স আরোপের ঘোষণা দিলেন তিনি। এ ছাড়া তিনি এ সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় নথিতে স্বাক্ষরের কথাও জানিয়েছেন।
এক্সে তিনি অভিযোগ করে লিখেন, 'হাজার হাজার মানুষ মেক্সিকো এবং কানাডার মধ্য দিয়ে চলে আসছে। তারা অপরাধ ও মাদককে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যা আগে কখনো দেখা যায়নি।'
তিনি লিখেন, 'নতুন শুল্কগুলো বহাল থাকবে যতক্ষণ না মাদক চোরাচালান, বিশেষ করে ফেন্টানাইল এবং সকল অবৈধ এলিয়েন (অভিবাসী) আমাদের দেশে এই আক্রমণ বন্ধ না করে!'

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩২ ম.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

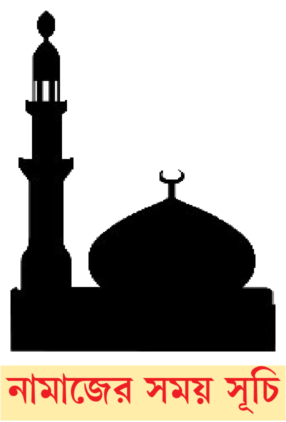

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩২	৫.৫৮
যোহর	১১.২৯	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

জাপানে রকেট পরীক্ষাস্থলে বিশাল অগ্নিকাণ্ড

আপনজন ডেস্ক: জাপানের একটি রকেট পরীক্ষা কেন্দ্রে বিশাল অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ঘটনার পর আগুনের শিখা এবং ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে। স্থানীয় সময় আজ মঙ্গলবার এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে বলে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। দক্ষিণ জাপানের কাগোশিমার প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'সলিড ফুয়েল' বা কঠিন জ্বালানি চালিত এপসিলন এস রকেট পরীক্ষা করা হয়। 'সলিড ফুয়েল' বলতে বিভিন্ন ধরনের কঠিন পদার্থকে বোঝায়, যেগুলোকে জ্বালানোর মাধ্যমে তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়।

যুদ্ধবিরতির আলোচনা চললেও লেবাননে ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘসহ বিশ্বের অধিকাংশ পশ্চিমা দেশের চোখ ইসরায়েলের দিকে। কারণ মঙ্গলবার ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা হিজবুল্লার সঙ্গে সংঘর্ষ-বিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবে। আলোচনা চললেও ইসরায়েলি হামলা বন্ধ নেই। গতকাল সোমবারও লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ খুব দ্রুত হিজবুল্লাহ-ইসরায়েলের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। গতকাল সোমবার চার শীর্ষস্থানীয় লেবানিজ সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।
ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাখোঁ বলেছেন, হিজবুল্লা এবং ইসরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষ-বিরতির আলোচনা অত্যন্ত সদর্থক জায়গায় পৌঁছেছে। দুই পক্ষের উচিত এবার সংঘর্ষ-বিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করা। এর আগেও ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা সংঘর্ষ-বিরতি নিয়ে আলোচনায় বসেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সমাধানসূত্র অধরাই থেকেছে। বিশ্বনেতাদের আশা, সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাবে রাজি হবে ইসরায়েল। এর আগে, ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কারবি বলেন, 'আমরা (যুদ্ধবিরতির খুব) কাছাকাছি।

রাশিয়ায় ব্রিটিশ কূটনীতিককে বহিষ্কার ও রাষ্ট্রদূতকে তলব

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া এক ব্রিটিশ কূটনীতিককে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বহিষ্কার করেছে। পাশাপাশি দেশটিতে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূতকেও তলব করা হয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে মঙ্গলবার বিবিসি এ তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদ সংস্থা তাস রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভাকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকেও তলব করেছে। ভিডিওতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের গাড়ি মস্কোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।
এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য বিবিসি ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।
রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থাগুলোর মতে, রাশিয়ার ফেডারেল নিরাপত্তা সংস্থা (এফএসবি) ওই কূটনীতিকের বিরুদ্ধে তার নথিতে মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা কর্মকাণ্ড চালানোর অভিযোগ এনেছে।
দেশটির টেলিভিশন চ্যানেলের বুলেটিনে কূটনীতিকের ছবি দেখানো হয়েছে উল্লেখ করে সংবাদ সংস্থাগুলো আরো জানিয়েছে, তিনি আগস্টে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বহিষ্কার হওয়া ছয় ব্রিটিশ কূটনীতিকের একজনের জায়গায় নিয়োগ পেয়েছিলেন।

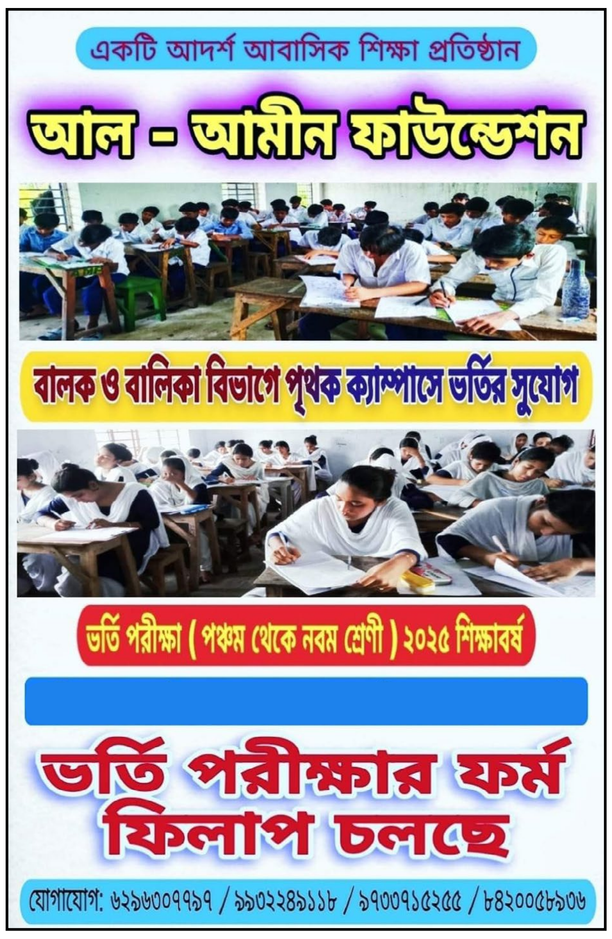

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩২০ সংখ্যা, ১২ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ২৪ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

মানুষ ও তাঁর কীর্তি

মহাভারতের একটি অংশে যক্ষবেশী বক অনেকগুলো প্রশ্ন করিয়াছিল বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরকে। তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল–‘আশ্চর্য কী?’ যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিয়াছিলেন, ‘প্রতিদিন জীবগণ মরিতেছে, অথচ অবশিষ্ট সকলে অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে–ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য কী?’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমনটি বলিয়াছেন, ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।’

কিন্তু জন্মিলে তো মরিতে হইবেই। মহান আল্লাহ্ (সুরা নিসা আয়াত ৭৮) ঘোষণা করিয়াছেন–‘তোমরা যেইখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, যদিও তোমরা কোনো শক্ত ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।’ আল্লাহতায়ালা আরো বলিয়াছেন, ‘আমি তোমাদের মৃত্যুর সময় ঠিক করিয়া দিয়াছি (সুরা ওয়াকিআহ: ৬০)।’ বাস্তবতা হইল, বেশির ভাগ মানুষ ভুলিয়া থাকিতে চাহে জগতের এই পরম সত্য কথা। আমরা দেখিতে পাই, চারিদিকে হানাহানি-মারামারি, বিভিন্ন অস্ত্রের চোখরাঙানি, কথিত শক্তিশালীদের চমকানি ধমকানি শাসানি। যাহারা এত ধরনের অন্যায়-অত্যাচার জুলুমবাজি এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতিসাধন করিতেছেন, তাহারা কেহই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না। অনেকেই ক্ষমতার স্বাদ পাইয়া মনে করেন, তাহারা যেন অমর! কিন্তু তাহারা যদি প্রতিক্ষণ স্মরণে রাখিতেন–রাতে ঘুমাইতে যাইতেছি, সেই ঘুমই শেষ ঘুম হইতে পারে; যেই খাবারটা খাইতেছি–উহাই হইতে পারে শেষ খাবার; তাহা হইলে অন্তত তাহাদের হৃদয়ের মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি ভয় জাগরূক থাকিত, তাহারা মানুষের মঙ্গলার্থে সকল কর্মসাধন করিতেন।

পার্থিব জগতে কিছুই তো থাকিবে না। কে অমর রহিবে? আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন যুগে অমরত্ব লাভের মানসে প্রাচীনকালে রাজা-মহারাজারা বিভিন্ন কেমিস্ট নিয়োগ করিতেন অমৃতসুধা আবিষ্কারের জন্য। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ বত্সর পূর্বেকার চীনের মহাপরাক্রমশীল সম্রাট কিন শি হুয়াং মৃত্যুর কথা চিন্তাই করিতে পারিতেন না। অমরত্বের সুধা বানাইবার ব্যর্থতার দায়ে তিনি প্রায় সাড়ে ৪০০ বিজ্ঞানীকে জীবন্ত কবরও দিয়াছিলেন। তাহার পরও অমরত্ব সুধা হুয়াংকে অমরত্ব দান করিতেই পারে নাই। তাহার মৃত্যুর পর মৃতদেহটিকে পচা মাছ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে মৃতদেহের পচা গন্ধ চাপা পড়িয়া যায়। আমরা এখন আধুনিক বিজ্ঞানের জয়জয়কার দেখি। তবে বাস্তবতা হইল, সকল বিজ্ঞানের মধ্যে চিকিত্সাবিজ্ঞান সবচাইতে পিছাইয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞান বলে, আমাদের শরীরে সর্বক্ষণ কোষের ক্ষয় ও ধ্বংস এবং ইহার পাশাপাশি নূতন কোষের জন্ম ঘটিয়া চলিতেছে। ডিজেনারেশন বা ক্ষয় হইতেই নূতন করিয়া সৃষ্টির বা রিজেনারেশনের ধারণাটি আসে। অনেকের মতে, ডায়েট ও ঔষধ দিয়া বার্ধক্যকে কিছুটা বিলম্বিত করা সম্ভবপর হইলেও মানুষের পরমায়ু ১২০ বত্সর ছাড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ইহাই মানুষের আয়ুর স্বাভাবিক সর্বোচ্চ সীমা।

চিকিত্সা, ঔষধপত্র ও অন্যান্য ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আজ সারা বিশ্বে ৯০ ও ১০০-এর কোঠায় মানুষের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশি বাড়িয়াছে সত্য। তবে ১৩০-এর কোঠায় মানুষের সংখ্যা সেই শূন্যতেই রহিয়া গিয়াছে। তবে কয়েক বত্সর পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড সিনক্লেয়ার এবং অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এমন একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন–যাহার মাধ্যমে মানবদেহের কোনো কোষকে পুনরুজ্জীবিত করা যাইবে। গবেষকরা দাবি করিয়াছেন যে, এই চিকিত্সাপদ্ধতি ব্যবহার করিয়া মানবদেহের হারানো কোনো অঙ্গও নূতন করিয়া সৃষ্টি করা যাইবে। এমনকি প্যারালাইসিসের রোগীরাও পুনরায় হাঁটাচলা করিতে পারিবে। শুনিয়া কেমন যেন রূপকথার জাদুকরি বটিকা বলিয়া মনে হইতেছে।

কিন্তু যত কিছুই করা হউক না কেন–ওমর খৈয়াম যেমন বলিয়াছেন, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হইয়া আসিবে, কিন্তু বই অনন্ত যৌবনা থাকিবে। অর্থাত্ বইটি যদি তেমন মননশীল বই হয়। একইভাবে বইয়ের অনন্ত যৌবনার মতো মানুষও চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে তাহার কর্মের ভিতর দিয়া। মানুষ মূলত বাঁচিয়া থাকে তাহার সুকীর্তির মাধ্যমেই। লালন সাঁই যেই কারণে বলিয়াছেন–সত্য বল, সুপথে চল, ওরে আমার মন।

• • • • • • • • • • • •

শুভজ্যোতি ঘোষ
বিবিসি নিউজ বাংলা

রাজধানী দিল্লি থেকে সরানোর কথা ওঠার নেপথ্য কারণ কী?

বোমাটা সদ্যই ফাটিয়েছেন শশী থারুর। ভারতের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদদের একজন, জাতিসঙ্ঘের সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও দেশের প্রাক্তন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রিয় লেখক ও চিন্তাবিদ থারুরের দেয়া প্রস্তাবটা নিয়ে ভারতের সোশ্যাল মিডিয়াতে পুরোদস্তুর ঝড় বইছে!

দুদিন আগে নিজের ভেরিফায়েড এক্স হ্যান্ডল থেকে শশী থারুর পোস্ট করেন, ‘পুরো নভেম্বর থেকে মার্চ মাস যে শহরটা কার্যত বাসযোগ্য থাকে না, আর বছরের বাকি সময়টাও কোনো রকমে টিকে থাকা যায়– সেই শহরটার আদৌ কি দেশের রাজধানী থাকা উচিত?’

যারা এখনো বিষয়টা ধরতে পারেননি তাদের জানানো যাক– শশী থারুর দিল্লির শীতে কুখ্যাত দূষণের কথাই বলছেন!

থারুর যে দিন এটা টুইট করেন (১৮ নভেম্বর, সোমবার), সেটা ছিল দিল্লির ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দূষিত দিন– শহরের গড় ‘একিউআই’ (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) সে দিন ছিল ৪৯৪, যা ‘বিপজ্জনক’ মাত্রার চেয়েও চার-পাঁচগুণ বেশি।

পরদিন সকালে দিল্লির প্রভাতী খবরের কাগজগুলোর প্রধান শিরোনাম ছিল অনেকটা এরকম : দ্য হিন্দুস্থান টাইমস লিখেছিল ‘ম্যাক্সিমাম টক্সি-সিটি’, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ভাষ্য ছিল ‘দিল্লি ব্রিদস পয়সন’ (দিল্লি বিষ-শ্বাস নিচ্ছে) আর টাইমস অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছিল যবে থেকে আবহাওয়ার রেকর্ড রাখা হচ্ছে, তার মধ্যে দিল্লিতে এর চেয়ে খারাপ দিন মাত্র একবারই এসেছে!

এরকম একটা শহর আসলেই ভারতের রাজধানী হওয়ার যোগ্য কি না– কিংবা শীতে দেশের রাজধানী অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়াটা সমীচীন কি না– সেই প্রশ্নটা ওঠা তাই বোধহয় মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

রাজধানী সরানোর প্রস্তাবে যুক্তিটা কী?

শীত পড়তে না পড়তেই যে শহরটা পুরু কালো ধোঁয়াশা বা ‘স্মগে’র আস্তরণে ছেয়ে যায়, বাস-ট্রেন-গাড়ি-বিমানের চলাচল লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, কয়েক কোটি দিল্লিবাসী খুসখুসে কাশি আর নাকমুখ জ্বালা জ্বালা করার উপসর্গে ভুগতে শুরু করেন এবং ভারতের রাজধানী প্রায় নিয়ম করে বিশ্বের দূষিততম শহরের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করে থাকে– সেখানে এই বিতর্কটা বোধহয় অনেক আগেই শুরু হওয়া উচিত ছিল।

শশী থারুর কেরালার তিরুবনন্তপুরম থেকে টানা চারবারের নির্বাচিত কংগ্রেস এমপি, এবং দক্ষিণ ভারতের একজন সাংসদ একথা বলছেন বলেই কি না কে জানে– অনেকেই তার প্রস্তাব লুফে নিয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন, ভারতের রাজধানীটা বরং চেন্নাই বা হায়দ্রাবাদের মতো দক্ষিণের কোনো শহরেই সরানো উচিত হবে।

যথারীতি এর বিরোধিতাও আছে প্রবল, দিল্লির যতই সমস্যা থাক– বিশেষত উত্তর ভারতীয়রা অনেকেই চান না দিল্লি থেকে রাজধানী সরানোর ভাবনা এমনকি আলোচনাতেও আসুক!

তবে দূষণের কারণে কোনও দেশে রাজধানী সরানোর প্রস্তাব কিন্তু এটাই প্রথম নয়– বস্তুত পৃথিবীর একটি অন্যতম জনবহুল দেশ তো বিভিন্ন পরিবেশগত কারণে তাদের রাজধানী প্রায় ১০০০ কিলোমিটার দূরে নতুন একটি শহরে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে।

দিল্লি আর ঢাকা যখন দুনিয়ার এক আর দু’নম্বরে!

পাশাপাশি দূষণের যে তালিকায় দিল্লি নিয়ম করে শীর্ষে, সেই একই তালিকায় কিন্তু মোটেই পিছিয়ে নেই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাও। কিংবা পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান শহর লাহোরও।

বস্তুত শশী থারুর যে দিন বিশ্বের সবচেয়ে দূষিততম শহরগুলোর তালিকা টুইট করেছেন, সে দিনের হিসেবে দিল্লির ঠিক পরেই দ্বিতীয় স্থানে এসেছে ঢাকা।

তিন নম্বরে পাকিস্তানের লাহোর, চারে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সারাজেভো আর পাঁচে ইরাকের বাগদাদ।

তবে থারুর এটাও জানাতে ভোলেননি, ঢাকা তালিকায় দু’নম্বরে এলেও দিল্লির দূষণের মাত্রা কিন্তু ঢাকার অন্তত পাঁচগুণ বেশি।

অবশ্য বাংলাদেশের রাজধানীতেও যেভাবে দূষণের মাত্রা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, তাতে সেখানেও একদিন রাজধানী অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার সিরিয়াস দাবি উঠতে শুরু করলেও বোধহয় অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না!

এ সপ্তাহে দিল্লির দূষণ নিয়ে বিবিসি অনলাইনে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম করা হয়েছে, দিল্লির এই মারাত্মক স্মগে বেঁচে থাকাটাই যেন একটা ‘ডিসটোপিয়ান’ সিনেমা বারবার দেখে যাওয়ার মতো বিষয়।

ডিসটোপিয়া বলতে বোঝায় দুর্দশা, আতঙ্ক বা অবিচারের একটা কাল্পনিক জগৎ– কিন্তু দিল্লিবাসীর জীবনে সেই দুঃস্বপ্নই যেন বছরের পর বছর ধরে বারবার সত্যি হয়ে ফিরে আসছে।

প্রতিবার নভেম্বর এলেই দিল্লিতে এই মারাত্মক সমস্যা শুরু হয়ে যায়, কীভাবে এর প্রতিকার সম্ভব তা নিয়ে দিস্তে দিস্তে লেখালেখি আর তুমুল তর্কবিতর্ক হতে থাকে, রাজনীতিবিদরা পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকেন– কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কোনও সমাধান বের হয় না!

গত কয়েক বছরে দিল্লি দূষণের মোকাবিলায় এক দিন জোড়, আর অন্য দিন বেজোড় নম্বরের গাড়ি চালানোর এক্সপেরিমেন্ট করেছে, শহরের বড় বড় ব্যস্ত মোড়ে ‘ক্লিন এয়ারে’র মেশিন বসিয়েছে, পার্শ্ববর্তী রাজ্য পাঞ্জাব বা হরিয়ানার কৃষকদের ফসলের গোড়া জ্বালানো থেকে নিরস্ত করতে নানা ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করেছে।

দু’দিন আগে দিল্লির আম আদমি পার্টি সরকার তো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ‘ক্লাউড সিড’ করে রাজধানীতে কৃত্রিম বৃষ্টি ঘটানোরও অনুমতি চেয়েছে, যদিও তাদের কাছে সেই প্রযুক্তি আদৌ আছে কি না সেটাই স্পষ্ট নয়।

তবে বাস্তবতা হলো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও কিছুতেই কিছু হয়নি– প্রতি বছরই দিল্লিতে দূষণ আবার ফিরে এসেছে!

কেন আসলে কিছুই পাল্টায় না?

শহরের আকাশটা সামান্য পরিষ্কার হলে বা কালো ধোঁয়াশার আস্তরণ ভেদ করে সামান্য রোদের ঝিলিক দেখা গেলেই সবাই যেন দূষণের কথা একেবারে ভুলে যায়, দিল্লি আরো হাজারটা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

প্রতি বছর অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বরের গোড়া থেকে শহরকে যে কী দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, দিল্লির তখন যেন তা আর মনেই পড়ে না।

এজন্যই বিবিসি বলছে, দিল্লির দূষণে বাঁচাটা যেন সেই বিষাদময় ছায়াছবিটা এক বিরামহীন চক্রে বারবার দেখে যাওয়ার মতো ব্যাপার!

এই বছরেও দেখা যাচ্ছে গত বেশ কিছুদিন ধরেই দিল্লিতে পার্কগুলো ফাঁকা, বাচ্চারা আর সেখানে খেলতে আসছে না। বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুদের ঘরের ভেতরে থাকতে বলা হচ্ছে।

সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যাদের ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ করা সম্ভব, তাদের বাড়িতে থেকেই কাজ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তবে দিন-এনে-দিন-খাওয়া শ্রমিকরা, যেমন অটোরিক্সা বা ট্যাক্সি চালক, ডেলিভারি বয়– এদের যেহেতু রুটিরুজির জন্য রাস্তায় বেরোতেই হয়, তাই তাদের কাশতে কাশতে হলেও কাজে নামতে হচ্ছে।

ইতোমধ্যে হাসপাতাল বা ক্লিনিকগুলোতে শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগীদের সংখ্যা এক লাফে অনেকটা বেড়ে গেছে।

প্রতি বছরের এই চেনা ছবিটা ফিরে আসতেই সেই পুরনো প্রশ্নটাও আবার উঠে আসছে– কেন দিল্লিতে কিছুই পাল্টায় না?

‘পরালি’র অভিশাপ, দিল্লির নিজস্ব সমস্যা

বিবিসি এর জবাবে বলছে, এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো দিল্লিতে দূষণ ঠেকাতে হলে আসলে দরকার ‘পাহাড়প্রমাণ চেষ্টা আর বিপুল সমন্বয়’– যেটা আজ পর্যন্ত করে ওঠা যায়নি।

যেমন, এই দূষণের সমস্যার একটা বড় উৎস হলো ‘পরালি’ জ্বালানো। হিন্দিতে ‘পরালি’ বলে ফসলের গোড়ার দিকটাকে, ক্ষেতের ফসল কেটে নেওয়ার পর যে শক্ত অংশটা মাটিতে রয়ে যায়।

এখন দিল্লির আশেপাশে পাঞ্জাব, হরিয়ানা বা উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের শীতের শুরুতে ক্ষেতে নতুন ফসল রোপণ করার আগে এই পরালিটা সরিয়ে ফেলতে হয়, আর আগুন দিয়ে সেটা জ্বালিয়ে দেয়াই তাদের জন্য সবচেয়ে সস্তা ও সহজ উপায়।

পরালি-পোড়ানো সেই কালো ধোঁয়ার আস্তরণ দিল্লির আকাশকে ছেয়ে ফেলে, আর শীতে যেহেতু বাতাসের বেগও খুব কম থাকে তাই সেই পুরু কালো চাদরটা শহরের ওপর দিনের পর দিন ধরে ঝুলতে থাকে।

কিন্তু এই সংকটের জন্য গরিব চাষীদেরও পুরোপুরি দোষ দেয়া যাবে না, কারণ পরালি জ্বালানো ছাড়া তাদের কাছে বিকল্প কোনও রাস্তা নেই– আর যেগুলো আছে, সেগুলো অনেক বেশি ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ।

ফসলের গোড়া জ্বালানো ঠেকাতে বিগত বহু বছর ধরে নানা দলের নানা সরকার অনেক রকম প্রস্তাব এনেছে। কখনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরালি ওপরানোর মেশিন চালু করার কথা বলা হয়েছে, কৃষকদের আর্থিক ভাতা দেয়ার প্রস্তাবও এসেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর কোনো সমাধানই বের করা যায়নি। তা ছাড়া দিল্লি নিজেও বিপুল পরিমাণ দূষণের উৎস– যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণ কাজ ও কারখানা থেকে যার উৎপত্তি।

কেন এই নিস্পৃহতা?

যার ফলে প্রত্যেকবার শীত পড়লেই দূষণে নাজেহাল দিল্লিবাসী ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে, টিভিতে আর খবরের কাগজে গাদা গাদা রিপোর্ট বের হয়, রাজনীতিকরা একে অন্যকে দুষতে থাকেন আর আদালত সরকারকে ভর্ৎসনা করতে থাকে।

এবং পরের শীতে অবিকল সেই দৃশ্যগুলোরই পুনরাবৃত্তি হয়। এবারেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি যথারীতি।

বিবিসির ওই প্রতিবেদনে এ কারণেই বলা হয়েছে, ‘পৃথিবীর বেশিরভাগ গণতন্ত্রে এই ধরনের কোনও পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি (জনস্বাস্থ্য-গত জরুরি অবস্থা) বারবার ঘটতে থাকলে তা নির্ঘাত গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিত। কিন্তু দিল্লির ক্ষেত্রে এই ক্ষোভটা মূলত সামাজিক মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ!’

অ্যাক্টিভিস্টরা জানাচ্ছেন, এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ যে এত সংযত– তার একটা বড় কারণ দূষণের কারণে বেশিরভাগ মানুষের শরীরে তাৎক্ষণিক সমস্যা কমই সৃষ্টি হয়।

খুব উচ্চ মাত্রায় দূষণ-সৃষ্টিকারী পিএম ২.৫ কণা শরীরে গেলেও তা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে থাকে খুব ধীরে ধীরে।

পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল জার্নাল ‘ল্যান্সেট’ বলছে, শুধু ২০১৯ সালেই ভারতে দূষণের কারণে ২৩ লক্ষ মানুষ সময়ের অনেক আগে মারা গেছেন।

তাছাড়া সমাজে শ্রেণি-বিভাজনও এই আপাত-নিস্পৃহতার একটা বড় কারণ। সমাজের যে অংশটা বছরের এই সময়টা দিল্লি ছেড়ে বাইরে গিয়ে থাকতে পারেন তারা সেখানেই চলে যান, যাদের সাধ্য আছে তারা বড় বড় এয়ার পিউরিফায়ার কিনে বাড়িতে বসিয়ে নেন।

আর যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে দূষণের বিরুদ্ধে লেখালেখি করতে পারেন, তারা সেটাই করেন। সমাজের যে মানুষগুলোর এগুলোর কোনওটা করারই ক্ষমতা নেই, তারা শুধু কোনওক্রমে সব সহ্য করেই জীবন চালিয়ে নেন।

এই জন্যই বোধহয় দিল্লির সমবেত এই ক্ষোভ কখনও গণবিদ্রোহের রূপ নেয়নি। দেশের সুপ্রিম কোর্টও একবার বলেছিল, রাজনীতিবিদরাও শুধু ‘দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে’ এই দূষণের মৌশুমটা কোনওভাবে পার করে দেওয়ার অপেক্ষায় থাকেন!

জাকার্তা মডেলেই সমাধান?

দিল্লিতে দূষণ-চিত্রের এই সার্বিক পটভূমিতেই শশী থারুরের রাজধানী সরানোর প্রস্তাব নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছে।

তবে ভারতে যেটা এখন শুধু ভাবনাচিন্তার স্তরে, সেই একই ধরনের প্রস্তাব নিয়ে ইন্দোনেশিয়া কিন্তু অনেক আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান রাজধানী জাকার্তাতেও প্রায় ১ কোটি মানুষের বসবাস, আর দিল্লির মতো এই শহরটিও বছরের পর বছর ধরে মারাত্মক দূষণের সমস্যায় ভুগছে।

বছরের মে থেকে অগাস্ট মাস পর্যন্ত জাকার্তার বাতাস ‘অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর’ পর্যায়ে থাকে প্রায় সব সময়, হাসপাতালগুলোতে ভিড় করে আসেন শ্বাসকষ্ট বা সংক্রমণে ভোগা লোকজন।

গত বছরেই (২০২৩) প্রতি মাসে জাকার্তায় গড়ে ১ লক্ষ এই ধরনের রোগী নথিভুক্ত ছিল।

জাকার্তা পোস্টের একটি রিপোর্ট অনুসারে, এই বিপজ্জনক দূষণের কারণে শিশুদের বৃদ্ধি থমকে যাচ্ছে (স্টান্টিং), সদ্যোজাতরা মারা যাচ্ছে।

এর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনগত কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি এখনকার হারে বাড়তে থাকে, তাহলে ২০৫০ সালের মধ্যে জাকার্তা শহরের এক-তৃতীয়াংশই জলের নিচে চলে যেতে পারে।

এই সব কারণেই ২০২২ সালে ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্ট রাজধানী জাকার্তা থেকে ‘নুসানতারা’য় স্থানান্তরিত করার জন্য একটি আইন পাশ করে।

নুসানতারা নামে এই নির্মীয়মান নতুন শহরটি জাকার্তা থেকে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার দূরে। তবে সেখানে নির্মাণকাজ সবে শুরু হয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে পুরো স্থানান্তর ২০৪৫ সালের আগে শেষ হবে না।

ইন্দোনেশিয়া সরকার এই সুবিশাল প্রকল্পের জন্য প্রথমেই ১৫ লক্ষ আমলা ও সরকারি কর্মচারীকে সেখানে বদলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ভবিষ্যতে নুসানতারার হাল যাতে জাকার্তার মতোই না-হয়, সে জন্য নতুন রাজধানীটি গড়ে তোলা হচ্ছে একটি ‘ফরেস্ট সিটি’ বা অরণ্য-নগরের আদলে।

ওই শহরের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকাতেই নতুন করে সবুজায়ন বা বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে।

তার চেয়েও বড় কথা, ফসিল ফিউয়েল বা জীবাশ্ম-জ্বালানি নুসানতারায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হবে, এই রাজধানী চলবে ১০০ শতাংশ পুনর্নবায়নযোগ্য শক্তির জোরে।

ভারতের ক্ষেত্রে অবশ্য সম্পূর্ণ নতুন একটি শহরে একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে দেশের নতুন রাজধানী এখন গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব বলেই বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মনে করেন– তাদের মতে, যদি রাজধানী সরাতেই হয়, তা করতে হবে এখনকার বিদ্যমান কোনো মেট্রো শহরেই।

সৌ: বিবিসি

ব্রুস অ্যাকারম্যান

ট্রাম্প জিতেছেন, ট্রাম্পবাদ জেতেনি

কমলা হ্যারিসকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হারিয়ে দেওয়াকে বড় করে দেখানো সহজ। কিন্তু বাস্তবতা হলো ট্রাম্প পপুলার ভোটে খুব কম ব্যবধানে (২ শতাংশের কম ভোটে) জিতেছেন। সর্বশেষ ‘বিপুল জয়’ ঘটেছিল ২০০৮ সালে। সে বছর বারাক ওবামা জন ম্যাককেইনকে ৭ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছিলেন।

এই জয়ের ফলে ১১১তম কংগ্রেসকে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ফলপ্রসূ কংগ্রেস বলে মনে করা হয়। এই জয়ের মাত্র দুই বছর পর অর্থাৎ ২০১০ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদে (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) ৬৩টি আসন এবং সিনেটে ৬টি আসন হারায়। এর ফলে ওবামাকে রিপাবলিকান স্পিকার জন বেনারের সঙ্গে বনিবনা করে কাজ করতে বাধ্য হতে হয়; কারণ, তাঁর দল সিনেটে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখেছিল।

২০০৮ সালে ওবামা যে সুস্পষ্ট জয় পেয়েছিলেন, তার বিপরীতে ট্রাম্প এবার হোয়াইট হাউসে ফেরার সময় পাচ্ছেন ৫৯ জন সিনেটর ও ২৫৫ জন প্রতিনিধির সমর্থন। এই সমর্থনের ওপর তিনি নিশ্চিত নির্ভর করতে পারবেন না; বরং রিপাবলিকানদের হাউস ও সিনেটে ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর দলের সমর্থন অনেক দুর্বল হবে। এটি তাঁর এজেন্ডা বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।

কংগ্রেসের রিপাবলিকানরা ট্রাম্পের স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণকে উচ্ছ্বসিত সমর্থন জানাবেন। তবে যাঁরা সুইং ডিস্ট্রিক্ট (যেখানে ভোটারদের সমর্থন প্রায় সমানভাবে বিভক্ত) থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা ট্রাম্পের ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ (সংক্ষেপে ‘মাগা’) এজেন্ডা বাস্তবায়নে সমর্থন দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারেন। যদি তাঁরা অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট (যেটি ‘ওবামাকেয়ার’ নামে পরিচিত) বাতিল করতে ভোট দেন বা কর বাড়ান, তাহলে তাঁদের সংসদীয় এলাকার জনগণ চিকিৎসা খরচ ও খাদ্যের দাম বাড়ার মুখে পড়বে। সেটি হলে ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা এই অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে ফলাও করে প্রচার করবেন। সেটি রিপাবলিকানদের এক বা দুই কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংকটে ফেলবে। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের জন্য এমন জটিল পরিস্থিতি নতুন কিছু নয়। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় একটি পরীক্ষিত কৌশল রয়েছে। সেটি হলো ‘স্ট্র্যাটেজিক ডিলে’ বা ‘কৌশলগত বিলম্ব’।

ট্রাম্পের স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণের প্রশংসা করার পর দোদুল্যমান নির্বাচনী এলাকার রিপাবলিকানরা হাউস ও সিনেটের নেতৃত্বকে বলবেন, তাঁর ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ নীতিকে এগিয়ে নেওয়াসংক্রান্ত ভোটগুলো ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরে পর্যন্ত স্থগিত রাখা হোক। এই নেতারা দীর্ঘ সময় ধরে কমিটি শুনানি ও আলোচনা চালাবেন, যাতে ট্রাম্পকে বোঝানো যায়, তাঁর মেয়াদের শেষ দুই বছরে তাঁর উদ্দিষ্ট বিজয় অর্জিত হবে।

আর এর মধ্যে রিপাবলিকান নেতৃত্ব ট্রাম্পের কিছু এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন। তবে সেগুলো হবে তুলনামূলক সংযত আইন, যা দলের অন্য সদস্যদের পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনাকে বাড়াবে। অর্থাৎ রিপাবলিকানরা এই কৌশল ব্যবহার করে ঝুঁকিপূর্ণ নীতিগুলো বাস্তবায়নে বিলম্ব করবে, যাতে মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাদের পরাজয়ের সম্ভাবনা কমে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর হাউস এবং সিনেটের রিপাবলিকানরা বুঝতে পারবেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ মূলত ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে এবং ট্রাম্পই প্রায় নিশ্চিতভাবে তাঁর উত্তরসূরি ঠিক করে যাবেন। এই উপলব্ধি রিপাবলিকানদের মধ্যে একটি শক্তিশালী অনুপ্রেরণা তৈরি করবে। এই প্রেরণা তাঁদের ২০২৭ সাল থেকে ট্রাম্পের মাগা এজেন্ডা বাস্তবায়নে উদ্যোগী করবে।

সাধারণত বিদায়ী প্রেসিডেন্টরা ‘কৌশলগত বিলম্ব’ নীতি মেনে নেন। কারণ, তাঁদের বড় নীতিগত উদ্যোগগুলো সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে হয়। তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাঁদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্পের আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হবে। তিনি অপেক্ষা করতে চাইবেন না। যে রিপাবলিকান নেতারা তাঁর এজেন্ডা তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন না করে বিলম্ব করার কথা বলবেন, তিনি তাঁদের ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে ভর্ৎসনা করবেন।

এটি হবে ট্রাম্পের শিশুসুলভ অভিমান ও প্রতিক্রিয়াশীল আচরণে পূর্ণ শাসনব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এর ফলে মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের ওপর বিপর্যয়কর পরিণতি নেমে আসতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে দুটি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

প্রথমত, রিপাবলিকান নেতারা যদি ট্রাম্পের চাপে মাথা নত করেন এবং ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগেই তাঁর মাগা এজেন্ডা কংগ্রেসে পাস করান, তাহলে ডেমোক্র্যাটরা এই আইনগুলোকে তাঁদের নির্বাচনী প্রচারণার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবেন। তাঁরা দেখাবেন, এই নীতিগুলো সাধারণ মানুষের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এটি রিপাবলিকানদের জনপ্রিয়তায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

দ্বিতীয়ত, অনেক রিপাবলিকান যদি ট্রাম্পের চাপে নতিস্বীকারে অস্বীকৃতি জানান এবং তাঁর এজেন্ডার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেন, তাহলে কংগ্রেসের নেতৃত্বের সামনে ‘কৌশলগত বিলম্ব’ ছাড়া কোনো বিকল্প থাকবে না। এটি হলে ট্রাম্প তাঁদের তীব্রভাবে আক্রমণ করবেন এবং তা রিপাবলিকান শিবিরে গৃহদাহ তৈরি করবে।

দ্বিতীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে অর্থাৎ রিপাবলিকানরা ট্রাম্পের মাগা এজেন্ডা বাস্তবায়নে বিলম্ব করলে সেটিও ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাদের পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনাকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করবে। ডেমোক্র্যাটদের জন্য সুযোগ তৈরি হবে।

ব্রুস অ্যাকারম্যান ইয়েল ইউনিভার্সিটির আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ

প্রথম নজর

পাথর ভাঙার দূষিত ধুলো বন্ধের দাবিতে ডেপুটেশন

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: হরিওকার পর এবার বাহাদুরপুর পাথর শিল্পাঞ্চলের ধুলো বন্ধের দাবিতে গণ ডেপুটিশন দিল নলহাটির বাহাদুরপুর এলাকার বাসিন্দারা। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টা নাগাদ নলহাটি ১ নম্বর ব্লক অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এলাকার বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে। তাদের অভিযোগ নলহাটি বাহাদুরপুর পাথর শিল্পাঞ্চলের পাথর ভাঙ্গার বিষাক্ত ধুলোয় দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। নিয়মিত জল না ছেটানোর ফলে বিষাক্ত ধুলো উড়ে বাড়ির খাবারে পড়ছে। বিঘ্নিত হচ্ছে দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থা। শ্বাসকষ্ট জনিত অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুসহ আবাল বৃদ্ধ বনিতা। নিয়ম না মেনে গভীর রাত পর্যন্ত চলে পাথর ক্র্যাসার।যার ফলে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি নষ্ট হচ্ছে রাতের ঘুম। একই ভাবে পাথর ভাঙ্গার বিষাক্ত ধুলোয় নষ্ট হচ্ছে কৃষি জমির ফসল। উৎপাদন একেবারে তলানিতে।এইসব অভিযোগ নিয়ে বাহাদুরপুর সহ প্রতিবেশী গ্রামের বাসিন্দারা নলহাটি ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন ।

আস্থা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মেডিক্যাল ক্যাম্পে ফ্রি ওষুধ বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জঙ্গিপুর

আপনজন: আস্থা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে ও পরিচালনায় এক মহতি ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প ও ঔষধ বিতরণ এর আয়োজন করা হয়েছিল, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আস্থা ফাউন্ডেশন এর মূল উদ্দেশ্য হল মানব সেবা করা, এই সেবার মাধ্যমে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো চিকিৎসার সহযোগিতা থেকে শুরু করে রক্তদান করে মূমূর্ষু ব্যক্তিদের জীবন ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ প্রচেষ্টা।
যতটুকু সম্ভব মানুষের পাশে থেকে মানুষেকে সাহায্য করাই হল আস্থা ফাউন্ডেশন এর মূখ্য উদ্দেশ্য। আস্থা ব্লাড ফাউন্ডেশনের সদস্যগণ তথা স্বচ্ছ মানসিকতার যুবকরা অসহায় দুস্থ ও চিকিৎসার জন্য দিশেহারা মানুষ কে দিশা দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়, তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজকের এই আয়োজন।আস্থা ব্লাড ফাউন্ডেশন আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন যে সমস্ত মহান হৃদয়ের বিশিষ্ট বিশিষ্ট চিকিৎসকগন তাঁরা হলেন গাইনোকলজিস্ট ডাক্তার এনতাজ আলি(এম.বি.এস)দন্ত বিশেষজ্ঞ - ডাক্তার সামিম হোসেন (বি.ডি.এস)চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ- ডাক্তার সুরাইয়া কাসেমি (ডি.ও.এস)জেনারেল ফিজিশিয়ান -ডাক্তার গোলাম মুরশিদ খান (এম.বি.এস।এছাড়াও ছিলেন- ব্লাড গ্রুপ টেস্ট, সুগার টেস্ট, বিশিষ্ট টেকনিশিয়ানগণ। উপস্থিত ছিলেন দূর দূরান্ত থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যেমন ডা. মুর্তজা হোসেন খান প্রমুখ।

ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বারাসত

আপনজন: রবিবার বারাসাত বিদ্যাসাগর ভবনে অনুষ্ঠিত হল ন্যাশনাল লেভেল ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা ২০২৪-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অল বেঙ্গল প্রাইভেট স্কুল অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে এই পরীক্ষায় ৪০টি স্কুলের প্রায় ৩৫০০ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। প্রথম থেকে দশম স্থান অধিকার করা ২৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর উপস্থিত সমস্ত শিক্ষার্থী ও অতিথিদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বার্তা দেন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সেলিম আহমেদ। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বাবর হোসেন বলেন, এই পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গড়ার একটি মঞ্চ। ২০২৪ সালের পরীক্ষা ২৯শে সেপ্টেম্বর ও ৬ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সেরাদের হাতে ট্রফি, সার্টিফিকেট এবং সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের কর্ণধার মুফাসসির হোসেন, মোটিভেশনাল স্পিকার আবেদীন হক আদি ও লেখক আকবর সাহেব সহ আরও অনেকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হাশিম আব্দুল হালিম বরকতি (মুকুল)।

স্কুল চত্বরে মদের বোতলের ছড়াছড়ি, ক্ষোভে ফুঁসছেন পড়ুয়াদের অভিভাবকরা

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: স্কুলে চত্বরে ছড়াছড়ি, গড়াগড়ি খাচ্ছে মদের বোতল! ক্ষোভে ফুঁসছেন অভিভাবকরা অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলে রুমের বাইরে প্রায়শই পড়ে থাকে নানা ধরনের মদের বোতল। পড়ে থাকে । কার্যত দুষ্কৃতিদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে গোটা স্কুল চত্বর। মধ্যে।রাতের অন্ধকারে স্কুলের মধ্যে চলে মদের আসর। আনাচেকানাচে পড়ে রয়েছে মদের বোতল বড়ঞা, কুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্তি বিদ্যালয়ের এ অবস্থা দেখে চোখ কপালে তুলছেন অনেকে। সমস্যায় পড়েছেন শিক্ষক থেকে শুরু করে পড়ুয়ারা। খারাপ প্রভাব পড়ছে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশি কোনো অভিযো জানায়নি। অভিভাবকদের অভিযোগে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা এখানে এসে মদ্যপান করে নোংরা কাজ চলে যায়। এলাকায় তা নিয়ে চাপা উত্তেজনাও রয়েছে। স্কুলের তরফে কোনো অভিযোগে জানানো হয়নি ও এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি স্কুলের তরফ থেকে । তা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করছেন অভিভাবকরা।তাদের তাঁদের অভিযোগ, স্কুলের , ক্লাস রুমের বাইরে প্রায়শই পড়ে থাকে নানা ধরনের মদের বোতল। পড়ে থাকে । কার্যত দুষ্কৃতিদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে গোটা স্কুল চত্বর। অভিভাবকদের দাবি, স্কুলের পরিবেশ ঠিক রাখতে, এ ধরনের ঘটনা রুখতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুক বড়ঞা প্রশাসন। এমনকী গোটা স্কুল চত্বর পাঁচিল দিয়ে ঘিরা থাকলে। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা পাঁচিল পেরিয়ে স্কুল মধ্যে প্রবেশ করে। এ সমস্ত ঘটনা ঘটায়। অভিভাবকরা দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। দীর্ঘদিন থেকেই তাঁরা এ দাবি তুললেও তাতে কর্ণপাত না করার অভিযোগ উঠেছে।এমনকি স্কুল চলাকালী স্কুলের মেনগেট এ বহিরাগতদের আনাগোনা। বহিরাগত রোমিওদের উশৃংখলায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন স্কুলের কিছু শিক্ষক। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল আলিম, বলেন রাতের অন্ধকারে এলাকারই কিছু দুষ্কৃতীরা বিদ্যালয় এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরকম মেনে নেওয়া যায় না। লাইফ সাইন্স এর শিক্ষক সম্রাট ঘোষ বলেন, সাড়ে চারটায় বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এগুলো করে সেটা আমরা বলতে পারছি না। তবে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা ব্যবস্থা নিবো। বিদ্যালয়ের ঝাড়ুদার পিন্টু বলেন বাইরে থেকে কেউ খেয়ে এগুলোর স্কুলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সংবাদমাধ্যম প্রশ্ন করলে বিষয়টা কি প্রশাসনকে জানাবেন। পিন্টু বলে না, আমরা ওসব জানাবো না। প্রথমে তিনাকে জানতে চাইলে জলে বোতল বলে সাফাই দিয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে চত্বরে সমস্ত নেশা দ্রব্য বোতল উঠিয়ে অন্য জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়।

কংগ্রেসের সংবিধান দিবস পালন চাপড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: মঙ্গলবার ৭৫ তম ভারতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এর নির্দেশে চাপড়া ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নাসিরউদ্দিন সেখের ব্যবস্থাপনায় এবং প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র আসিফ খানের সহযোগিতায় বৃত্তিহুদা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনস্থ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় সংবিধানে প্রস্তাবনা পত্র বিতরণ সহ পাঠ করা হল।উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বৃত্তিহুদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুপালি খাতুন মন্ডল,অঞ্চল নেতৃত্ব আব্দুল হামিদ মন্ডল, আনিসুর সেখ প্রমুখ।

কনকচূড় ধানের খই ও কাঁচামালের জন্য জয়নগরের মোয়ার দাম বাড়ল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ চলছে। এখনও পর্যন্ত সেভাবে শীতের দেখা নেই। ওদিকে ঠিক মতো শীত না এলেও শুরু হয়ে গেছে জয়নগরের মোয়া।তবে জাঁকিয়ে শীত না পড়ায় বেজায় সমস্যায় পড়েছেন জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীরা ।কারণ শীত ঠিকমতো পড়লেই মোয়া তৈরির কাঁচামাল পাওয়া যায়।শীত নেই, তাই জোগান নেই তাঁর ওপর এবারে কাঁচামালের দাম অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় জয়নগর বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ীরা আর তাই এ বছর মোয়ার দাম বৃদ্ধি পেল জয়নগর বহড়ু এলাকায় ।এখনো দেখা মিলছে না ভালো মানের নলেন গুড়ের। যা ছাড়া মোয়া নির্মাণ অসম্পূর্ণ।বাঙালির কাছে অন্যতম জনপ্রিয় একটি খাবার জয়নগরের মোয়া। খ্যাতি এমনই যে প্রতি বছরই বাংলা ছাড়িয়ে ভিনরাজ্য এমনকি বিদেশেও পাড়ি দেয় এই মোয়া।জয়নগরের মা কালী সুইটস্ এর রাজেশ দাস বলেন,এবছর মোয়া তৈরির সাথে জড়িত সব জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে।মোয়া তৈরির উপাদান এলাচের আগে দাম ছিল ২৭০০ -৩ হাজার টাকা, আর এখন দাম হয়েছে ৪৫০০-৪৮০০ টাকা।ঘি এর দাম প্রতি কিলোতে প্রায় ২০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।চিনির দামও বেশ খানিকটা বেড়েছে।মোয়ার প্রধান উপাদান কনকচুড় ধানের খই দ্বিগুন হয়েছে।
এছাড়া মোয়ার অলংকারনের জন্য ব্যবহৃত কাজু, কিসমিস,ক্ষীরের দাম ও প্রায় দেড়গুনের কাছাকাছি বেড়ে গেছে।তাছাড়া গ্যাস সহ একাধিক জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলায় এবছর আমরা কিছুটা দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছি। তবে মোয়ার গুনগত মান বজায় থাকবে।এই সময়ে বহড়ু জয়নগর এলাকার কয়েকহাজার মানুষ এই মোয়া শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে দীন যাপন করে।মোয়ার শহর জয়নগরের মোয়া এখন জি আই ট্যাগ প্রাপ্ত।বহড়ুর বীণাপানি মিষ্টান্ন ভান্ডারের গনেশ দাস বলেন,মোয়ার গুনগত মান বজায় রাখতে আমাদের কিছুটা দাম বাড়াতে হয়েছে।
কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতের আগে আগেই প্রচন্ড বৃষ্টিতে কনকচুড় ধানের চাষে ক্ষতি হয়েছে আর তাঁর কারণে কনকচুড় ধানের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় খই এর দাম বেড়েছে।

রক্ত দিয়ে মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচালেন রানাঘাটের এক সিভিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন:“রক্তদানের সার্থকতা, মূল্যবোধ ও মানবিকতা “ এই কোটেশনের মর্যাদা রাখলেন রানাঘাট পুলিশ জেলার টিম সানিরাজের রানাঘাটের এক ট্রাফিক সিভিক ভলেন্টিয়ার। একজন মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচালেন রানাঘাটের এক সিভিক। এভাবেই বেঁচে থাক মানবতা। সিভিক নিয়ে নানা সময় নানা অভিযোগ থাকে অনেকেরই। আজকের রানাঘাটের এই সিভিকের উদার মানবতা সকলের মন জয় করে নিয়েছে। সোমবার রানাঘাটের হবিবপুর এলাকার একজন ৫৫ বছরের মহিলাকে হাসপাতলে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন ১২ নং জাতীয় সড়কে ট্রাফিকের ডিউটি করছিলেন রানাঘাটের বাপ্পা বিশ্বাস নামে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। এলাকার পরিচিত ঐ মহিলার পরিবারকে জিজ্ঞাস করে কি হয়েছে পরিবারের লোক জানায় 0 পজেটিভ রক্ত দরকার। কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না। সেকথা শোনার পর রানাঘাট মহকুমা হসপিটালে ছুটে যান সিভিক বাপ্পা বিশ্বাস । সেখানে গিয়ে বেড টু বেড রক্তদান করে প্রাথমিক ভাবে ঐ মহিলার প্রাণ বাঁচান তিনি।বেশ কয়েকদিন চেষ্টা করেও মহিলাটির রক্ত জোগাড় করতে পারছিল না তার পরিবার। বিষয়টি আপাত দৃষ্টিতে ছোট মনেও ভাবুন একজন সিভিক রোগীর অসহায়ের কথা শুনে ছুটে গিয়ে নিজের শরীরের রক্তদান করলেন। সেখানে সামাজিক দায়িত্ব ও মানবতার ছবি ফুটে উঠেছে। বাপ্পার এহেন কাজের জন্য রোগীর পরিবারের এক সদস্য জানায় মায়ের অবস্থা খুব খারাপ ছিল।রক্তের দরকার ছিল।শোনার সাথে সাথেই আমাদের পাড়ার ছেলে সিভিক ভলেন্টিয়ার বাপ্পা যেভাবে আমার মাকে বাঁচানোর জন্য নিজেই রক্তদান করলেন সেকথা আমি ও আমার পরিবার চিরজীবন মনে রাখবো। এভাবেই প্রশাসনের লোক হিসাবে সবাই আমাদের পাশে থাকুক সিভিক বাপ্পা বিশ্বাসের মত। বাপ্পার এই মানবতার জন্য আমরা তাকে কুর্নিশ জানাই।

সম্বলে যুবক হত্যায় জামায়াতের নিন্দা

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের সম্বলে পুলিশের গুলিতে তিন মুসলিম যুবক নিহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ করল জামাআতে ইসলামী হিন্দ। সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মালিক মুতাসিম খান সোমবার সংবাদমাধ্যমে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, রবিবার সম্বলে পুলিশের গুলিতে নিরপরাধ মুসলিম যুবকদের হত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। পুলিশি বর্বরতার এই মর্মান্তিক ঘটনা রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ও বৈষম্যের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, যা মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে। জাতি-ধরম নির্বিশেষে সব মানুষের এই অধিকার রয়েছে। তাঁর কথায়, মসজিদ কমিটির বক্তব্য না শুনেই সার্ভের নির্দেশ দেওয়া মোটেই সমীচীন হয়নি। এটা বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার পরিপন্থী। এছাড়া, সার্ভে টিমের সঙ্গে সমাজবিরোধীদের উপস্থিতি এবং তাদের উস্কানিমূলক ও বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

অশ্রুজলে বিদায় ঢোলার মাওলানা আশরাফের

সাবির আহমেদ ● ঢোলাহাট

আপনজন: ঢোলাহাট থানার উত্তর দুর্গাপুর গ্রামের বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মাওলানা আশরাফ আলী। তিনি সোমবার ডায়মন্ড হারবার এক বেসরকারি নার্সিং হোমে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি...)। তিনি ১৯৭২ সালে তরুণ বয়সে উত্তর প্রদেশের থানা ভবন থেকে দ্বীনী শিক্ষার পাঠ সম্পন্ন করেন। পরে পরে ১৯৭৪ সালে এলাকার চিন্তা শীল বিশিষ্ট মানুষদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান রামচন্দ্র নগর মাদ্রাসাতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ছাত্র দের দ্বীনী শিক্ষা দানের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই প্রতিষ্ঠানের পরে নিজ গ্রামের মাদ্রাসায়ও তিনি শিক্ষকতা করেন। একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর নিকট অগনিত ছাত্র ছাত্রী ইসলামী শিক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁর অনেক ছাত্র বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা ছাড়াও অন্যান্য ভালো সম্মান জনক পেশায়ও যুক্ত আছেন। তিনি আজীবন বয়স্ক নারী ও পুরুষদের কুরআন শিক্ষার উপর জোর দিতেন।তিনি জীবনের প্রায় শেষ এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত রামচন্দ্র নগর হাসপাতাল মোড় জামে মসজিদে বয়স্কদের জন্য কুরআন শিক্ষা দানের কাজ চালিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকার হাজার হাজার নারী পুরুষ চোখের জলে বিদায় জানাতে আসেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় সত্তর বছর। মরহুম তাঁর পিতা মাতা সহধর্মিনী সহ দুই জন পুত্র ও কন্যা সন্তান রেখে যান। তাঁর জানাজায় নামাজে বহু আলেম ওলামা ও অগনিত ছাত্রসহ এলাকার হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হন। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আব্দুল গফুর রহমানী, কাজী নাসির উদ্দিন বৈদ্য, মাওলানা জামির হোসেন,মাওলানা আব্দুল হালিম, মাও ইচ্ছা আলি জাতুয়া, হাফেজ আব্দুর ছাক্তার সহ বহু বিশিষ্ট জন। সকলে আল্লাহর দরবারে তাঁর পার্থিব জীবনের সকল অপরাধগুলো ক্ষমা ও জান্নাতের সুউচ্চ স্থান চেয়ে প্রার্থনা করেন।

গৌড়বঙ্গের প্রত্নস্থল সংরক্ষণে স্মারকলিপি প্রদান এএসআইকে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের পক্ষ থেকে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি প্রদান করলেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রায়গঞ্জ সার্কেলে। ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সম্পাদক ড. নবকুমার দাস, সহ-সম্পাদক সূরজ দাশ, সদস্য সংহিতা সরকার এবং ড. কল্যাণ পাণ্ডে এই চার সদস্য জেলার প্রত্নস্থলগুলো সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করলেন। এই স্মারকলিপি গ্রহণ করলেন রায়গঞ্জ সার্কেলের সুপারিনটেন্ডিং আর্কিওলজিস্ট হরি ওম শরণ। গৌড়বঙ্গের মূলত তিন জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর এবং মালদা জেলার বিভিন্ন প্রত্ন নিদর্শনগুলো সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দশ দফা দাবির ভিত্তিতে এদিন এই ডেপুটেশন প্রদান করলেন রায়গঞ্জ সার্কেল অফিসে। ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সম্পাদক ড. নবকুমার দাস জানান , আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে হরি ওম স্মরণ মহাশয় এবং ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ যৌথভাবে প্রত্নস্থলগুলো পরিদর্শন করে আগামী দিনের রূপরেখা স্থির করবেন। ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সভাপতি ইতিহাস গবেষক অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার মহাশয়ের মতে গৌড়বঙ্গের প্রত্ন ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য এখনই উদ্যোগী হতে হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বেড়াচাঁপার স্কুল জাতীয় দুগ্ধ দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪পরগণা জেলার বেড়াচাঁপা বেঙ্গল মডেল চাইল্ড ইনস্টিটিউট- এ "জাতীয় দুগ্ধ দিবস" উদযাপন করা হয়। ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা এই দিনটি বিশেষ উদ্দিপনার পালন করে। স্কুলের সম্পাদক সেখ আহাসান আলি সুন্দর উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে আজকের দিনে দুগ্ধ দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রধান শিক্ষিকা নাফিসা সুলতানা মানুষের দৈহিক গঠনে সুসম খাদ্য হিসাবে দুধের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন। শিক্ষিকা নার্গিস সুলতানা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত এবং পরিমাণ মত প্রত্যহ দুধ পান করার কথা বলেন। দুধ থেকে আমরা কি কি খাবার পায়, সে বিষয়ে ছাত্রী মুসকান সুলতানা বলে ছানা, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি, দই, ঘি, ইত্যাদি ইত্যাদি। সমগ্র অনুষ্ঠানটির ব্যাবস্থাপনায় ছিলেন শিক্ষক মোহাম্মদ সাকির,শিক্ষিকা মৌসুমী বিশ্বাস, তাসমিরা খাতুন, মোছাঃ জূহী, প্রমুখ। পরিচালনা করেন মহঃ মসিউর রহমান।

নাকা চেকিং ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশের

আজিম শেখ ● কোটাসুর

আপনজন: বীরভূমের কোটাসুরে ময়ূরেশ্বর ২ নং ভূমি আধিকারিক দপ্তর ও ময়ূরেশ্বর থানার যৌথ উদ্যোগে সাঁইথিয়া- বহরমপুর মেন রাস্তার উপর চলছে নাকা চেকিং। আর এই নাকা চেকিং এ যেসব বালির গাড়িতে বৈধ কাগজপত্র নেই সেইসব বালির গাড়ি গুলোকে অবৈধ বালি হিসেবে আটক করছেন ময়ূরেশ্বর দুই ভূমি আধিকারিক দপ্তর। ময়ূরেশ্বর দুই ভূমি আধিকারিক দপ্তর ও ময়ূরেশ্বর থানার যৌথ উদ্যোগে বেশ কয়েকটি বালির গাড়ি আটক পড়া হলো মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ কোটাসুর বাজারে।
মূলত কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারপর থেকেই নড়েচড়ে বসেছেন বীরভূমের জেলা প্রশাসন। গতকাল ও পরশু বীরভূমের ইলামবাজার,দুবরাজপুর ও আরো অন্যান্য বেশ কিছু জায়গায় অবৈধ বালি,কয়লা ও গরু বোঝায় গাড়ি আটক করেছেন বীরভূম জেলা প্রশাসন। আজ ফের একই রকম ভাবে অভিযান চালিয়ে ময়ূরেশ্বরের কোটাসুরে বেশ কয়েকটি অবৈধ বালির গাড়ি আটক করল ময়ূরেশ্বর ২ নং ভুমি আধিকারিক দপ্তর।

কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: হুগলি জেলার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কুমিরমোড়া ভগবতীপুর-নবাবপুর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ্মাউদ্যোগে জসেবী মরহুম ইউসুফ (রহঃ) এঁর স্মৃতিতে কে বি এন ইউসুফ স্কলারশিপ টেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। । বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে এই সামাজিক সংগঠনটিরবিবার প্যালেসে সফল ৫৩ জন ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক -শিক্ষিকা- শিক্ষাকর্মী থেকে শুরু করে আইনজীবী, সাংবাদিক, সমাজকর্মীরা।

ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করেই চলেছেন রোনাল্ডো

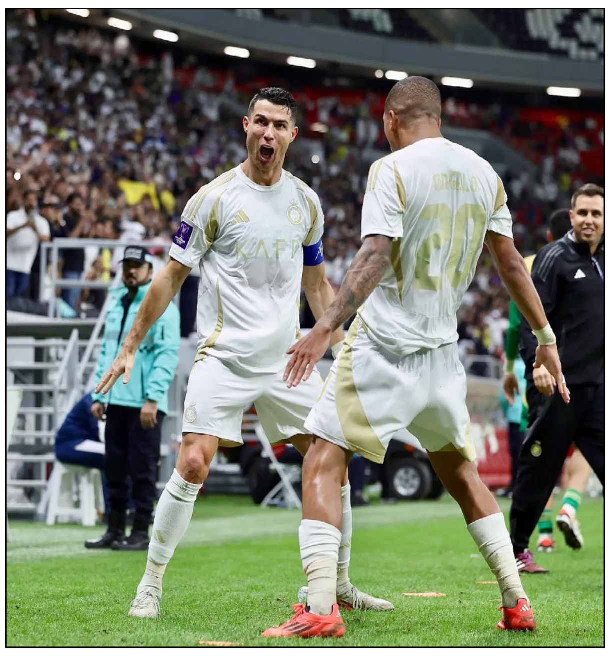

আপনজন ডেস্ক: কদিন আগেই ১ হাজার গোল নিয়ে বেশি না ভাবার কথা বলেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। বলেছিলেন, দূরবর্তী ভবিষ্যতের চেয়ে নিকট বর্তমানকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য রোনাল্ডো যেভাবে ছুটছেন, তাতে তাঁকে হাজার গোলের কাছে পৌঁছাতে খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হচ্ছে না।

সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ছন্দে থাকা রোনাল্ডো এ নিয়ে টানা তিন ম্যাচে গোল পেলেন, করলেন ৫ গোল। আন্তর্জাতিক বিরতিতে নেশনস লিগে জাতীয় দলের জার্সিতে পোল্যান্ডের বিপক্ষে করেছিলেন জোড়া গোল।

আর ক্লাবের জার্সিতে আগের ম্যাচে আল কাদিসিয়ার বিপক্ষেও পেয়েছিলেন গোল। এরপর সবশেষ গতকাল রাতে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে আল গারাফার বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন রোনাল্ডো।

আর ম্যাচে কাতারি ক্লাবটির বিপক্ষে আল নাসরের জয় ৩-১ গোলে। এই জয়ে গ্রুপ 'বি'তে আল হিলালকে টপকে দুইয়ে উঠে এসেছে আল নাসর। ৫ ম্যাচে আল নাসরের পয়েন্ট ১২। এক ম্যাচ কম খেলা আল হিলালের পয়েন্ট ১৩। তবে আজ রাতে আল সাদকে হারালে আবারও আল নাসরকে টপকে যাবে আল হিলাল। আর শীর্ষে থাকা আল আহলির পয়েন্ট ৫ ম্যাচে ১৫।

গতকাল রাতে ম্যাচের ৪৬ ও ৬৪ মিনিটে গোল দুটি করেন রোনাল্ডো। দুটি গোলই রোনাল্ডো করেন বক্সের ভেতর থেকে। প্রথম গোলটি করেন বক্সের ভেতর দারুণ এক হেডে, পরেরটি নিঁখুত শটে। এ দুই গোলের মধ্য দিয়ে সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারে ৯১৩তম গোলে পৌঁছে গেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। আর চলতি মৌসুমে আল নাসরের হয়ে এটি ১৭ ম্যাচে রোনাল্ডোর ১৩তম গোল, সঙ্গে আছে ৩টি অ্যাসিস্টও। আর ২০২০ সালে এটি রোনাল্ডোর ৪০তম গোল। এ দুই গোলে আরও একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন রোনাল্ডো। ৩০ পেরোনোর পর গোল ও অ্যাসিস্ট মিলিয়ে রোনাল্ডোর অবদান এখন ৫৫০ গোলে। অবিশ্বাস্যই বটে!

ম্যাচ শেষে জোড়া গোল করে দারুণভাবে দলকে জেতানো রোনাল্ডো প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছেন, 'আমার প্রথম এবং শেষ লক্ষ্য হচ্ছে দলের জয়।

দলগতভাবে পারফর্ম করলে গোল আসবে এবং আমি সব সময় গোল করা ও জেতাতে মনোযোগ দিই। যদি দল জেতে, আমি খুশি। আমি এই জয় ভক্ত, ক্লাব ও ভক্তদের উৎসর্গ করলাম।'

সিটিতে এটাই শেষ মৌসুম কিনা, জানেন না ব্রুইনা

আপনজন ডেস্ক: চলতি মৌসুমের শুরুতে ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে কেভিন ডি ব্রুইনার চুক্তির আলাপ শুরু হয়। তবে এরপর তিনি চোটে পড়ায় পুরো আলোচনায় থমকে যায়। মাঠের বাইরে থাকার সময়ে এ নিয়ে ভাবছেন আন ব্রুইনা। তিনি জানেন না, সিটির হয়ে এটাই শেষ মৌসুম কিনা।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে কোনো ম্যাচের শুরু থেকে খেলতে পারেননি ডে ব্রুইনা। এই সময়ে জাতীয় দলের ম্যাচেও দর্শক হয়ে থাকতে হয়েছে বেলজিয়ামের এই তারকাকে।

সিটিতে ভবিষ্যৎ নিয়ে ৩৩ বছর বয়সী ফুটবলার বলেন, 'আমি জানি না (এটিই সিটিতে শেষ মৌসুম কি না)। মৌসুমের শুরুতে জানতাম যে, কোনো একটা পর্যায়ে কথা হবে ক্লাবের সঙ্গে। এরপর চোটে পড়লাম। কয়েক দিনেই ঠিক হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আট-নয় সপ্তাহ লেগে গেল। এই আলোচনা তাই সরিয়েই রেখেছিলাম।'

তিনি বলেন, 'গ্রীষ্মের কিছুটা আলোচনা হয়েছিল আমার। তবে চোটে পড়ার পর এসব নিয়ে কথা বলার মতো মানসিক অবস্থায় ছিলাম না। আগে মাঠে নামা ও আপন চেহারায় ফেরা জরুরি। (চুক্তি নিয়ে) তাড়ার কিছু নেই, কোনো অস্বস্তি অনুভব করছি না এবং দুর্ভাবনাও নেই।'

এর মধ্যে সিটির কোচের দায়িত্বে চুক্তি দুই বছর বাড়িয়েছেন গুয়ার্দিওলা। এই ক্লাবে দশম মৌসুমে থাকা ব্রুইনার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও প্রভাব থাকতে পারে কোচের থেকে যাওয়া।

ব্রুইনা বলেন, "এটা সহায়তা করতে পারে। ভবিষ্যতে কী হতে পারে, সেটা নিয়ে পেপের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন পড়বে না আমার। নতুন কোচ এলে তখন কথা বলার দরকার হতো। পেপ কীভাবে কাজ করেন, সেটা তো আমি জানিই। এখন পেপ যদি তার ভাবনা বদলায় এবং এসে বলে যে, 'ধন্যবাদ কেভিন, এখন তোমার যাওয়ার সময় হলো', তখন ভিন্ন ব্যাপার। তবে তিনি কীভাবে ফুটবলারদের সঙ্গে কাজ করেন, তা আমার জানা আছে। এটা আমার জন্য নতুন কিছু নয়।"

বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার নির্বাচন ঘিরে দাদা বনাম ভাইয়ের ছায়াযুদ্ধ শুরু

আপনজন ডেস্ক: জমজমাট বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার নির্বাচন। কয়েকদিন আগেই একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ হয়েছিল বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাই বনাম ক্রীড়ামন্ত্রীর সংঘাতের খবর। ময়দান অন্তত তেমনটাই বলছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে বাবুনের (স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়) বিরোধী শিবিরের হয়ে লড়ছেন বিশ্বরূপ দে। তিনি নিজেই একপ্রকার সে কথা স্বীকার করেছেন। বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থায় স্বচ্ছতা আনার কথা শোনা যাচ্ছে বিরোধী শিবিরের গলায়। বিশ্বরূপ দে বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছাড়া তিনি কোনও কাজ করেন না। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনেও তিনি লড়ছেন মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনেই। বিশ্বরূপের মুখে শোনা যায়, ক্রীড়ামন্ত্রী জানেন কোন রেসিপি কোথায় দিতে হয়। ময়দানে জোর প্রশ্ন, বাবুনকে সরাতে হঠাৎ কেন উদ্যোগী খোদ মুখ্যমন্ত্রী?

বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার এই নির্বাচন ঘিরে একাধিক দ্বৈরথের কথা সামনে আসছে। কেউ বলছেন, দাদা বনাম ভাইয়ের ছায়াযুদ্ধ। নির্বাচন কমিশনার অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও, আড়াল থেকে ভাই বাবুনকে সরানোর ছক কষছেন দাদা অজিত। চার বছর আগে প্রেসিডেন্ট পদের লড়াইয়ে দাদাকে হারিয়েই জিতেছিলেন ভাই বাবুন। শোনা যায়, দাদা-ভাইয়ের সেই দ্বৈরথ ভালো ভাবে মেনে নেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি গত লোকসভা নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীর হয়ে ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন স্বপন। যে ঘটনার পর ভাইকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন দিদি। ভাইয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের রাগের প্রভাবই কি তাহলে বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার নির্বাচনে পড়ছে? একাংশের দাবি, ক্রীড়ামন্ত্রীও চাইছেন না প্রেসিডেন্ট বাবুনকে। বিওএ নির্বাচনে তাই শক্তিশালী প্যানেলই দাঁড় করাচ্ছে বিরোধী শিবির। ৩৬টি অ্যাসোসিয়েশন, ৬৮ ভোট। ম্যাজিক ফিগার ৩৫। প্রেসিডেন্ট পদে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দন রায়চৌধুরী। সচিব পদে জহর দাসের সঙ্গে লড়ছেন কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। বিওএ সচিব পদে থাকা জহর এই নির্বাচনের ফ্যাক্টর। বেশ কয়েকটি সংস্থার ভোট রয়েছে ময়দানের পোড় খাওয়া এই কর্তার হাতে। দিন কয়েক আগে জহরকে পাশে বসিয়ে বাবুন বলেছিলেন, 'আমাদের ক্যান্ডিডেট।' কিন্তু জহর আদতে কার? ময়দানের একটি সূত্র বলছে, মঙ্গলবার বিকেলে বিরোধী শিবিরের প্রেসিডেন্ট চন্দন রায়চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করেন জহর। ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ১১ জন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য নাম, বিশ্বরূপ দে, কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, রামানুজ মুখোপাধ্যায়, রূপেশ কর, গৌতম সিনহা। এখান থেকে ৭ জন নির্বাচিত হবেন। সহ সচিব পদে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ৮ জন। নির্বাচিত হবেন ৪ জন। কোষাধ্যক্ষ পদে কমল মৈত্র ছাড়া আর কেউ মনোনয়ন জমা দেননি। শুক্রবার হাইভোল্টেজ নির্বাচন। 'ভাই'কে সরানোর লড়াইয়ে পর্দার আড়াল থেকে খেলছেন দাদা-দিদি! প্যারিস অলিম্পিকে রাজ্য থেকে কেউ প্রতিনিধিত্ব করতে পারেননি। এমনকি সরকারের আর্থিক অনুদান থেকেও বঞ্চিত বিওএ। বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার শতবর্ষও পালন করা হয়নি। এই তিনটি ইস্যুকেই হাতিয়ার করেছে বিরোধীরা। বাবুন ময়দানের পোড় খাওয়া কর্তা। তাঁকে সরাতে বিরোধী শিবির যে জোটবদ্ধ হয়ে ময়দানে নেমেছেন তা তিনি ভালোই জানেন। তবে এই লড়াইয়ে 'পরিবার'ও যে তাঁর বিপরীত মেরুতে!

শুক্রবারের হাইভোল্টেজ নির্বাচনী লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কোন শিবিরের মুখে হাসি ফোটে, সেদিকেই তাকিয়ে ময়দান।

আইপিএলে দল পেলেন না যেসব তারকা

আপনজন ডেস্ক: আইপিএল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তিনি। করেছেন আইপিএলে সর্বোচ্চ ৬২ টি ফিফটি। অধিনায়ক হিসেবে সানরাইজার্স হায়দরবাদকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। রান আছে সাড়ে ৬ হাজারের বেশি। তবে এত কিছু আইপিএলে ডেভিড ওয়ার্নারের দল পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়নি। আইপিএল নিলামে দুবার নাম ওঠার পরও কোনো দল ওয়ার্নারকে নিয়ে আগ্রহ দেখায়নি। ওয়ার্নারের মতো আরও বেশ কয়েকজন তারকা আইপিএলে এবার দল পাননি। যদিও তারা কেউই ওয়ার্নারের মতো আইপিএল কিংবদন্তি নন!

দল না পাওয়া ক্রিকেটারদের তালিকা করতে গেলে ওয়ার্নারের পরই আসবে কেইন উইলিয়ামসনের। আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও গুজরাট টাইটানসের হয়ে ১০টি মৌসুম খেলেছেন সাবেক এই কিউই অধিনায়ক। ১৮টি ফিফটিতে করেছেন ২১২৮ রান।

তবে এবারও তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখায়নি কোনো দল। এর পেছনে উইলিয়ামসনের স্ট্রাইকরেট বড় প্রভাব ফেলতে পারে। আইপিএলে সব মিলিয়ে ১২৫ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন উইলিয়ামসন। আইপিএলের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে যা যায় না।

অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি স্টিভ স্মিথও দল পাননি। আইপিএলে ৯ মৌসুম খেলা এই ব্যাটসম্যানের স্ট্রাইকরেটও ১৩০-এর নিচে।

ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যান জনি বেয়ারস্টোর দল না পাওয়া অবশ্য কিছুটা অবাক করার মতোই ঘটনা। আইপিএলে ৫ মৌসুমে ৫০টি ম্যাচ খেলা এই ক্রিকেটারের বড় শট খেলার সামর্থ্য আছে। গত মৌসুমেও ব্যাটিং করেছেন ১৫২ স্ট্রাইকরেটে, যদিও ১১ ম্যাচে রান করেছেন মাত্র ২৯৮। এর আগের মৌসুমেও ১১ ম্যাচ খেলেন, রান করেছেন মাত্র ২৫৩। এই দুই মৌসুমে তাঁর বাজে পারফরম্যান্সের কারণেই হয়তো দলগুলোর আস্থা হারিয়েছেন বেয়ারস্টো।

ইংল্যান্ডের সর্বকালের সেরা বোলার জেমস অ্যান্ডারসনও এবার নিলামে নাম দেন। ৪২ বছর বয়সী এই পেসারের প্রতিও কোনো দল আগ্রহ দেখায়নি। বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমানের দল না পাওয়াও বড় ঘটনা। গত মৌসুমে ৯ ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে ১৪ উইকেট নেওয়া এই পেসার এর আগে নিলামে প্রতিবারই দল পেয়েছেন।

নিলামে এমনকি ভারতীয় পেসার শার্দুল ঠাকুরও দল পাননি। ২ কোটি ভিত্তিমূল্যের এই অলরাউন্ডারের দল পাওয়াটাই ছিল প্রত্যাশিত। আইপিএলে ৯৪ উইকেট নেওয়া এই পেসারের দাম কত উঠবে সেটা নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। তবে নিলামে এসে দেখা গেল পুরো উল্টো চিত্র। দল পাননি ড্যারিল মিচেল, রাইলি রুশোর মতো ক্রিকেটাররাও।

পুরসায় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে কাটোয়া

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পুরসা অগ্রগামী যুব সংঘের প্রথম সেমিফাইনালে জয়ী হলো কাটোয়া একাই হার্ট। এদিন তারা ২-১ গোলে বর্ধমান লোকো কোচিং সেন্টারকে পরাজিত করে। জানা গেছে, গত ১৫ নভেম্বর পুরসা অগ্রগামী যুব সংঘের আয়োজনে শুরু হয়েছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতা, যেখানে বিভিন্ন জেলার আটটি দল অংশগ্রহণ করেছে।

এদিনের খেলায় কাটোয়া একাই হার্ট এবং বর্ধমান লোকো কোচিং সেন্টার মুখোমুখি হয়। ম্যাচের ৮ মিনিটে সনাতন হাসদা প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। এরপর ১০ মিনিটে তাপস টুডু একটি গোল করে ব্যবধান বাড়ান। খেলার ২৯ মিনিটে বর্ধমানের অজয় ছেত্রী একটি গোল করে ব্যবধান কমালেও শেষ পর্যন্ত কাটোয়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। খেলার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন কাটোয়ার তাপস টুডু। পুরসা অগ্রগামী যুব সংঘের সম্পাদক সেখ ফিরোজ আহমেদ জানিয়েছেন, দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলাটি ৪ঠা ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

৬ বলে ৬ ছক্কা মেরে নিলামে প্রায় ৪ কোটিতে বিক্রি হওয়া প্রিয়াংশ শিরোনামে

আপনজন ডেস্ক: প্রিয়াংশ আর্য–নামটা কী এর আগে শুনেছেন? ক্রিকেটের নিয়মিত খোঁজখবর রাখা লোকেরাও বোধ হয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিতে পারবেন না। কিংবা তাঁর শুনলেও সংখ্যাটা অনেক কম।

তবে আইপিএলের দল দিল্লি ক্যাপিটালস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংস ২৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার সম্পর্কে ভালোই জানত। সে কারণেই তো আইপিএল নিলামে তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি তৈরি করেছে এই তিন দল।

এই লড়াইয়ে জিতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পেয়েছে পাঞ্জাব। মাত্র ৩০ লাখ ভিত্তিমূল্যের এই ক্রিকেটার বিক্রি হন ৩ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে, যা অ্যানক্যাপড ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

কে এই প্রিয়াংশ আর্য? তাঁর জন্য কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি এত আগ্রহ কেন দেখাল? এই প্রশ্নের উত্তর আছে তাঁর পারফরম্যান্সে। আরও সংক্ষিপ্ত করে বললে ৬ বলে ৬টি ছক্কা মারাতে।

গত আগস্টে দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে সাউথ দিল্লির হয়ে নর্থ দিল্লির বিপক্ষে বাঁহাতি স্পিনার মনন ভরদ্বাজের বলে ৬ বলে ৬টি ছক্কা মারেন। টুর্নামেন্টে ১০ ইনিংস সর্বোচ্চ ৬০৮ রান করেন এই বাঁহাতি ওপেনার। স্ট্রাইকরেট ছিল ১৯৮.৬৯। ১০ ইনিংসের মধ্যে ৪টিতে করেন ফিফটি, দুটিতে সেঞ্চুরি। ১০ ইনিংসে ছক্কা মারেন ৪৩টি। তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের পারফরম্যান্স তাঁকে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতেও সুযোগ করে দেয়। দিল্লির হয়ে এই টুর্নামেন্টে নিলামের ঠিক আগের দিন ৪৩ বলে ১০২ রান করেন প্রিয়াংশ আর্য। এই ম্যাচে তাঁর প্রতিপক্ষ দলে ছিলেন ভুবনেশ্বর কুমার ও পীযূষ চাওলার মতো বোলার।

প্রিয়াংশ আর্য এখন পর্যন্ত কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেননি। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ম্যাচ খেলেছেন ৫টি। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ১১টি।

প্রিয়াংশ আর্যর সঙ্গে ভারত জাতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরেরও একটি সম্পর্ক আছে। গম্ভীরের সাবেক কোচ সঞ্জয় ভরদ্বাজের অধীনে অনুশীলন করেন প্রিয়াংশ আর্য। তাঁর বাবা-মা দুজনেই দিল্লির একটি সরকারি স্কুলের শিক্ষক।

আইপিএল মেগা নিলাম

যা চেয়েছিলেন, তার ৯০ শতাংশ পেয়েছেন প্রীতি জিনতা

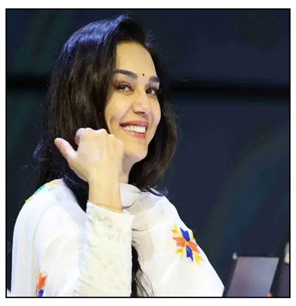

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত আইপিএলের মেগা নিলামে সবচেয়ে বেশি অর্থ নিয়ে নেমেছিলেন প্রীতি জিনতা। তাঁর মালিকানাধীন দল পাঞ্জাব কিংসকে ঢেলে সাজাতে রেখে দিয়েছিলেন ১১০ কোটি ৫০ লাখ রুপি (১৫৬ কোটি ৪৬ লাখ টাকা)। তবে হাতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা থাকলেও নতুন আঙিকে পাঞ্জাবকে সাজিয়ে তোলা প্রীতির জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। কারণ, নিলামের আগে তিনি মাত্র দুজন খেলোয়াড়কে ধরে রেখেছিলেন–ওপেনার প্রভসিমরান সিং ও মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান শশাঙ্ক সিং। তাই তাঁকে নিলাম থেকে অন্তত আরও ১৬ জন খেলোয়াড় কিনতে হতো। সেই কাজটা এবার বেশ বুঝেশুনেই করেছেন প্রীতি। জনপ্রিয় এই বলিউড অভিনেত্রী সর্বোচ্চ ২৫ খেলোয়াড় নিয়েই দল সাজিয়েছেন। এরপরও তাঁর তহবিলে অবশিষ্ট আছে ৩৫ লাখ রুপি। সব মিলিয়ে এবারের নিলাম থেকে বেশির ভাগ পছন্দের ক্রিকেটার কিনতে পেরে তিনি বেশ খুশি। ৪৯ বছর বয়সী এই তারকার মতে, তিনি যেমন দল চেয়েছিলেন, তার ৯০ শতাংশ আশা পূরণ হয়েছে। জেদ্দার আবাদি আল-জোহর অ্যারেনায় কাল রাতে মেগা নিলাম শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টস ও ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জিও সিনেমাকে প্রীতি বলেছেন, 'আমরা সম্পূর্ণ নতুনভাবে শুরু করতে চেয়েছিলাম। সেটা করতে গিয়ে কিছু জায়গায় সফল হয়েছি, কিছু জায়গায় হতে পারিনি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেমন চেয়েছিলাম, তেমনই হয়েছে। নিলাম কখনোই এমন হয় না, যেখানে আপনি ১০০ শতাংশ সফল হবেন, যেসব খেলোয়াড়কে চেয়েছেন তাদেরই পাবেন। যদি ৯০ শতাংশের বেশি (পছন্দের খেলোয়াড়) পান, সেটা আপনার জন্য একটা দুর্দান্ত নিলাম হবে। আমরা যা চেয়েছিলাম, তার প্রায় ৯০ শতাংশ পেয়েছি।'

আইপিএলের সর্বশেষ মৌসুমে শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এরপরও আইয়ারকে ধরে রাখেননি প্রীতির অনেক জনপ্রিয় সিনেমার নায়ক শাহরুখ খান। সেই সুযোগ লুফে নিয়েছে প্রীতির পাঞ্জাব। দলটি আইয়ারকে কিনেছে ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে, যা তাঁকে আইপিএল নিলামের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ের তালিকায় দুইয়ে নিয়ে এসেছে। ভারতীয় দুই বোলারের পেছনেও বড় অঙ্কের টাকা ঢেলেছে পাঞ্জাব। বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিং ও লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল-দুজনকে পেতে তারা ব্যয় করেছে ১৮ কোটি রুপি করে। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার মার্কাস স্টয়নিসকে ১১ কোটি, দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো ইয়ানসেনকে ৭ কোটি রুপিতে কিনেছে পাঞ্জাব। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকেও তারা দলে ফিরিয়েছে চার বছর পর। তাঁকে পেতে খরচ করতে হয়েছে ৪ কোটি ২০ লাখ রুপি। পাঞ্জাবের ঘরের ছেলে অর্শদীপের সঙ্গে হারপ্রীত ব্রার ও নেহাল ওয়াধেরাকেও নিয়েছেন প্রীতি। স্থানীয় ক্রিকেটারদের ফেরাতে পেরে রোমাঞ্চিত এই অভিনেত্রী, 'হ্যাঁ, ওরা ফিরে এসেছে। এ কারণে আমি খুব রোমাঞ্চিত। অর্শদীপ সিং অরিজিনাল পাঞ্জাবের ছেলে। এ ছাড়া হারপ্রীত ব্রার, নেহাল ওয়াধেরা এবং আরও অনেকেই আছে। একটা জিনিস আমরা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম যে এবার সম্পূর্ণ নতুন আঙিকে, নতুন পদ্ধতিতে দল গড়ব। তবে আমরা এই অববাহিকার খেলোয়াড়দেরও দলে রাখতে চেয়েছিলাম।' নতুন করে দল সাজাতে গিয়ে আগের স্কোয়াডের অনেকেই এবার নেই। তাঁদের শুভকামনা জানিয়ে প্রীতি আরও বলেছেন, 'নিলামের আগে অনেক দ্বিধা তৈরি হয়। কিন্তু নিলামের টেবিলে গেলেই মনে হয়, ঠিক আছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। **সম্পাদক: জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**